সটীক।

শ্রীশ্রীধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিতামৃত।

(জড়ভরত চরিতামৃত সহিত।)

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥
অর্চ্চয়িত্বাতু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎতু যঃ।
ন স ভাগবতোজ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃস্মৃতঃ॥"

শ্রী, প-পু উ, খ।

বৈষ্ণব চরণ রেণু নিরত।

শ্রীতারিণীচরণ হালদার।

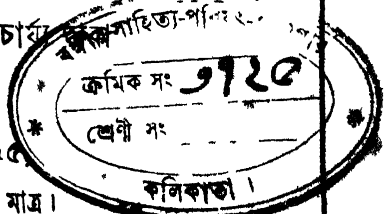
প্রণীত।

হাওড়া কোঁড়ার বাগান ভাগবতাশ্রম হইতে
"ভক্তি" মাসিক পত্রিকার ম্যানেজার
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হওড়া।
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
মুদ্রিত।

শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ ৪২৫

সুলভ মূল্য ।৴০ ডাঃ মাঃ ৴১০ দেড় আনা মাত্র।



বিজ্ঞাপন।

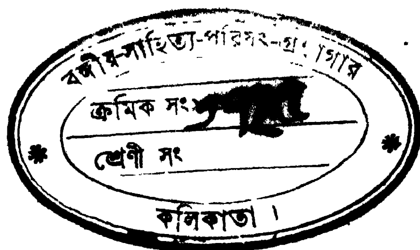
—:০:—

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্। ১২ স্কন্ধ সম্পূর্ণ, মূল এবং সাধনাগত নিগূঢ়ার্থ সম্বলিত সরলটীকা, মূলানুযায়ী বঙ্গানুবাদসমন্বিত। শ্রীদশমেস্বামীর টীকা ও অতিরিক্ত আছে মূল্য ১০৲ ডাকমাশুলাদি ১॥৶০ আনা সত্বর নিম্নঠিকানায় গ্রন্থের জন্য পত্র লিখুন বিলম্বে গ্রন্থ দুস্প্রাপ্য হইবে।

২। " ভক্তি " মাসিক পত্রিকা। ইহাতে প্রেম, ভক্তি ও বিবেক বৈরাগ্যের উদ্দীপক নানাবিধ প্রবন্ধ থাকে। সম্পাদক প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ১৲ টাকা ভিঃ পিঃতে ১৵০ আনা। নমুনা একখণ্ড ৵০ আনা।

৩। বৈষ্ণবদর্পণ। বৈষ্ণব জগতে ইহা একটী অমূল্য রত্নস্বরূপ, সকলেরই ইহা একান্ত পাঠ করা আবশ্যক ১ম ভাগে প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকদিগের ইতিহাস, তাহাদিগের মত এবং উপদেশাদি, ২য় ভাগে বৈষ্ণবের নিত্য অত্যাবশ্যকীয় নিত্যকর্ম্ম, পূজা, প্রার্থনা স্তব প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে, মূল্য ১ম ভাগ ॥০ আনা, ২য় ভাগ ॥০ আনা ডাকমাশুলাদি পৃথক।

নিবেদক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
ভাগবতাশ্রম।
কোঁড়ার বাগান, হাওড়া।



কৃতজ্ঞতা।

—:০:—

যাঁহার কৃপাবলে বোবায় কথা বলে, পঙ্গু পর্ব্বত লঙ্ঘনে সমর্থ হয়, বধির শুনিতে পায়, নরকের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট দেবত্বের অধিকারী হয় সেই সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণকারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার করুণায় শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপাশীর্ব্বাদে "শ্রীশ্রীধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিতামৃত" আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রকাশিত হইল।

মৎসংগৃহীত শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বামৃত ও শ্রীশ্রীহরিনামামৃত নামক শ্রীগ্রন্থদ্বয় সংগ্রহ করিবার প্রায় ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করিবার প্রারম্ভে (আমার ১৭শ বর্ষ বয়ক্রম কালে) "শ্রীশ্রীধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিতামৃত" এই ভক্তি গ্রন্থখানি রচিত হয় বলাবাহুল্য যে, সাহিত্য জগতে ইহাই আমার প্রথম রচনা। ভক্ত চরিত্র বর্ণনে আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও আশাকরি বিষয়গুণে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সাহিত্যানুরাগী পাঠক পাঠিকাগণের নিকট অনাদৃত হইবে না; কেন না ভক্ত ও ভগবান এক, যেখানে ভক্ত সেই খানেই ভগবান, এজন্য ভক্ত চরিত্র একই সূত্রে গ্রথিত অতএব বিশুদ্ধ ভক্ত বা বৈষ্ণব জীবন লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের চরিত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। অতি অল্প কালের মধ্যে এই গ্রন্থ খানির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে, এজন্য ক্ষিপ্রতা প্রযুক্ত কোনরূপ ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইলে পাঠকগণ কৃপা পূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

বলাবাহুল্য যে, "হাবড়া কোঁড়ার বাগান ভাগবতাশ্রম" নিবাসী "ভক্তি" মাসিক পত্রিকার সম্পাদক পূজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীল শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে উক্ত পত্রিকার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিঃস্বার্থ যত্নে এই ভক্তি গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, সুতরাং আমি এই মহান্ উপকারের জন্য উক্ত মহোদয়দ্বয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

আমার রচিত ও সংগৃহীত কতিপয় ভক্তি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলে উহা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া ভক্তি শাস্ত্রানুরাগী, ভক্তি ভাজন শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বৈষ্ণব, শ্রীযুক্ত গৌরহরি বৈষ্ণব ও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ হালদার মহোদয়ত্রয় ঐ সকল ভক্তিগ্রন্থ মুদ্রনের জন্য আমাকে বারংবার যেরূপ অনুরোধ ও উৎসাহ প্রদান করিতেন, বোধ হয় এজীবনে কখনও তাহা বিস্মৃত হইব না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমার পরম হিতৈষী উক্ত মহোদয়ত্রয় সকলেই স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন, আজ তাঁহারা জীবিত থাকিলে এ হতভাগার রচিত শ্রীগ্রন্থগুলি মুদ্রিত দেখিয়া নাজানি কতই আহ্লাদিত হইতেন।

অন্যান্য জীবজন্তু অপেক্ষা বঙ্গদেশে মনুষ্য সংখ্যা কম নহে, কিন্তু সম্বন্ধ বিহীন সহায় শূন্য ব্যক্তিকে নিঃস্বার্থ ভাবে সাহস দিতে অতি অল্প ব্যক্তিই দণ্ডায়মান হ'ন। এতদ্ব্যতিত শ্রীমন্নবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভায় "নিবেদন" নামক মুখপত্রিকার সম্পাদক ভক্তি শাস্ত্র বিশারদ "শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী রায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র দাস, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত লালচাঁদ রায়, শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র হালদার, শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ চৌধুরি ও পরম কল্যাণবর শ্রীমান্ ভায়া তারকচন্দ্র মুহুরী প্রভৃতি যে সকল ভগবদ্ভক্তের কৃপাশীর্ব্বাদ ও উৎসাহে আমি এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি ধ্রুব প্রহ্লাদ ও জড়ভরতের শ্রীহরি তাঁহাদিগের সহায় হউন।

শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ ৪২৫
কোদালধোয়া "নবকৃষ্ণাশ্রম"
পোঃ বাকাল, বরিশাল জিলা।

বৈষ্ণব কৃপাভিলাষি—
শ্রীতারিণীচরণ হালদার।

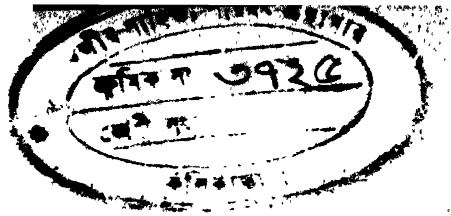
শ্রীশ্রীধ্রুব প্রহ্লাদ ও জড়ভরত চরিতামৃতের সূচীপত্র।

—:০:—

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
মঙ্গলাচরণ	১
গ্রন্থকারের নিবেদন	২
গ্রন্থ সূচনা	৫
উত্তানপাদ রাজার মৃগয়া বিবরণ	৯
সুনীতির সহিত উত্তানপাদ রাজার মিলন	১০
ধ্রুবের জন্ম ও উত্তানপাদ রাজার সভায় উপস্থিত	১২
মনোদুঃখে সুনীতিকে ধ্রুবের বলা	১৫
সুনীতি কর্ত্তৃক ধ্রুবের নিকট জটিল ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত বর্ণন	১৭
গুরুদেবে ও জননীর সহিত জটিলের শ্রীহরি দর্শন	১৯
তপস্যার্থে ধ্রুবের বনে গমন	২৩
ধ্রুবের নিকট নারদের গমন ও ধ্রুবকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান	২৫
ধ্রুবের নিকট শ্রীহরির রূপ বর্ণন	২৮
ধ্রুবের অদর্শনে সুনীতির রোদন	৩০
ধ্রুবের তপস্যা	৩১
ইন্দ্র কর্ত্তৃক ধ্রুবের তপস্যা ভঞ্জনার্থে মধুবনে রাক্ষসী প্রেরণ	৩৪
ধ্রুবের তপস্যা দর্শনে ভীত হইয়া দেবগণের গোলোকনাথের নিকট গমন	৩৫
ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ	৩৭
ধ্রুবের শ্রীহরি দর্শন ও বর প্রাপ্তি	৩৯
তপস্যান্তে ধ্রুবের নিজালয়ে গমন	৪১
ধ্রুবের ষড়ত্রিংশ সহস্র বর্ষ রাজত্ব করণ	৪৪

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
শ্রীধ্রুবের ধ্রুবলোক প্রাপ্তি	৪৬
জয় বিজয়ের অসুর রূপে জন্ম	৪৮
মহা বৈষ্ণব প্রহ্লাদের জন্ম ও হরি ভক্তি প্রকাশ ...	৫০
পিতার প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ	৫৪
হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক প্রহ্লাদকে যন্ত্রণা প্রদান ও তাহা হইতে প্রহ্লাদের প্রাণ রক্ষা	৫৭
হিরণ্য কশিপু বধ ও প্রহ্লাদের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি ...	৬০
শ্রীশ্রীজড়ভরত চরিতামৃত	৬৪
রহুগণ রাজার প্রতি জড়ভরতের তত্ত্বজ্ঞান প্রদান ...	৬৮

সমাপ্ত।



শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিতামৃত।



মঙ্গলাচরণম্।

"পঞ্চ তত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত শক্তিকম্॥"

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চন্দ্র।
জয় জয় গৌড়দেশ (১) বাসী ভক্তবৃন্দ॥
জয়রূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
গদাধর গঙ্গাদাস ঠাকুর হরিদাস।
শ্রীবল্লভাচার্য্য সনাতন শ্রীনিবাস॥

---

(১) হিমালয় পর্ব্বত হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে "গৌড়দেশ" বলে। গৌড়দেশ পাঁচভাগে বিভক্ত যথাঃ—

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জাঃ গৌড় মৈথিল চোৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধস্যোত্তর বাসিভিঃ॥

শব্দকল্পদ্রুম।

গৌড়দেশের আধুনিক নাম বাঙ্গালাদেশ। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সময় হইতেই বৈষ্ণব শাস্ত্রে উহা "শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি" নামে বিখ্যাত। যথাঃ—
"শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজ ভূমে বাস।"

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি সেন শিবানন্দ।
সার্ব্বভৌম নরহরি স্বরূপ রামানন্দ॥
বৃন্দাবন কৃষ্ণদাস শ্রীপুরুষোত্তম।
বনমালী শ্রীধর লোচন নরোত্তম॥
সকল ভক্তের করি চরণ বন্দন।
গ্রন্থারম্ভে কর মোর বিঘ্ন বিনাশন।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

নিবেদন অবধান কর ভক্তগণ।
ভক্তি স্তুতি হীন আমি অতি অভাজন॥
একান্ত বাসনা মোর হইল মনেতে।
শ্রীধ্রুব ও প্রহ্লাদের চরিত্র বর্ণিতে॥
অন্ধের নয়ন যিনি দুর্ব্বলের বল।
নির্দ্ধনের ধন যিনি ভক্তের সম্বল॥
অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা বিদ্যাহীনের বিদ্যা।
যিনি ব্যাপ্ত সর্ব্বময় সকলের আদ্যা॥
যাঁহার কৃপায় পঙ্গু গিরিলঙ্ঘি যায়।
যাঁহার কৃপায় মূক সুখে কথা কয়॥
ভরসা করিয়া সেই হরি কৃপাময়।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ ভাবিয়া হৃদয়॥
শ্রীধ্রুব ও প্রহ্লাদের চরিত্র বর্ণন।
করিতে লেখনী করে করিনু ধারণ॥
বামনের বাঞ্ছা যেন ইন্দু ধরিবারে।
অন্ধের বাসনা যেন গজ বধিবারে॥

ভেকে যেন ইচ্ছা করে অহি খাই ধরে।
চোরে যেন ইচ্ছা করে সাধু হইবারে॥

ভেলা ধরে চাহে যেন পদ্মা পারিদিতে।
রাজ্য হীনে চাহে যেন ভূস্বামী হইতে॥

দরিদ্রের ইচ্ছা যেন বহুধন পায়।
সেইরূপ এ বাসনা আমার হৃদয়॥

হয় কিনা হয় মোর বাসনা পূরণ।
দিবানিশি, ভাবি বসি, বিষণ্ন বদন॥

মনেতে চিন্তিয়া সার করিয়াছি আমি।
নিজগুণে কৃপাকর ওহে অন্তর্য্যামি॥

যদ্যপি না কর মোর বাসনা পূরণ।
পতিত পাবন নাম ধর কি কারণ॥

বাঞ্ছা পূর্ণ না করিলে কলঙ্ক রটিবে।
ভক্তাধীন হরি তুমি কেহ না বলিবে॥

কৃপা দৃষ্টি কর, মোরে হইয়া সদয়।
তবে মমাভীষ্ট সিদ্ধি হইবে নিশ্চয়॥

বুধগণ সন্নিধানে কহি অতঃপর।
রচনার দোষ সবে ক্ষমিবে আমার॥

যাহা লিখাবেন হরি করি শক্তি দান।
তাহাই লিখিব নাহি ভাল মন্দ জ্ঞান॥

দশ অপরাধ (১) হীন যেই মহাজন।
"তৃণাদপি শ্লোক" (২) যাঁর কণ্ঠের ভূষণ॥

---

(১) দশ বিধ নামাপরাধের লক্ষণ পৃথক পৃথক রূপে দশ প্রকার নামাপরাধ বিচার ও

(২) "তৃণাদপি" শ্লোকের বিস্তৃত বিবরণ মৎ সংগৃহীত "শ্রীশ্রীহরিনামামৃত" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য বাহুল্য বোধে এস্থলে আলোচিত হইল না।

আশাকরি তিনি ইঁহা যতনে পড়িবে। (১)
বালক বলিয়া মোরে আশীর্ব্বাদ দিবে॥

ঢাকা বিভাগেতে পূর্ব্ববঙ্গে বরিশাল।
অতি মনোহর স্থান ব্যক্ত ভূমণ্ডল॥

তার অন্তর্গত থানা গৌর নদীনামে।
কোদালধোয়া গ্রাম শোভে তাহার পশ্চিমে॥

সেই গ্রামবাসী ধন কৃষ্ণ (২) মহাশয়।
ঈশ্বর কৃপায় তাঁর দুইটী তনয়॥

তাঁর সর্ব্বজেষ্ঠ যিনি কালাচাঁদ নাম।
তস্যাত্মজ রত্ন কৃষ্ণ অতিগুণ ধাম॥

শ্রীরত্ন কৃষ্ণের সুত নয়ান নামেতে।
নয়ানের তিন পুত্র বিখ্যাত জগতে॥

জ্যেষ্ঠ রাম গতি গুণবান অতিশয়।
নয় পুত্র দিল তাঁরে হরি দয়াময়॥

নয় পুত্র মধ্যে নবকৃষ্ণ হালদার।
জ্ঞানে গুণে তিনি হন শ্রেষ্ঠ সবাকার॥

তস্য সুত মম পিতা শ্রীগঙ্গাচরণ।
তারিণী চরণ আমি তাঁহার নন্দন॥

---

(১) কলি পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বীয় গুরু ঈশ্বর পুরীকে বলিয়া ছিলেনঃ—

"প্রভুবলে" ভক্ত বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দেখে দোষ সেই পাপীজন॥

ভক্তের বর্ণনা যে-তে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বদা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, আদি খণ্ড ৭ম অঃ।

(২) "নবকৃষ্ণ চরিত্র" দেখুন।

পদ্য ছন্দে এই গ্রন্থ করিনু রচন।
ভক্তিতে করহ ভক্ত শ্রবণ পঠন॥

ভক্তের চরিত্র পাঠে ভক্তির উদয়।
ভাগবত বাণী ইথে নাহিক সংশয়॥

শ্রীচৈতন্যাব্দ চারিশত একাদশে।
কন্যা শুক্লা ষষ্ঠি ষড় বিংশ দিবসে॥

শ্রীদুর্গা বোধন দিন অতি সুভক্ষণ।
হরিপদ ভাবি কৈনু গ্রন্থ আরম্ভন॥

গ্রন্থ সূচনা।

—:০:—

(উত্তানপাদ রাজার জন্ম, সুনীতি ও সুরুচির পরিণয় ও সুরুচির বাক্যে সুনীতিকে নির্ব্বাসন করণ।)

ভক্তি ভাবে, শুন সবে, যত ভক্তগণ।
শ্রীধ্রুব চরিতামৃত মধুর বচন॥

হরি হরি বল ভাই নাম কর সার।
হরি বিনে, ত্রিভুবনে, বন্ধু নাহি আর॥

তরিতে তরণী সেই দীন বন্ধু হরি।
ডাক তাঁরে ভব নদী দিবে যদি পারি॥

দিবানিশি, ভাববসি, হৃদয় মাঝার।
জনম মরণ ভয় রহিবেনা আর॥

দারা সুত ভাই বন্ধু কেহ নহে কার।
অসময় হরি বিনে বন্ধু নাহি আর॥

দেখিতে সুন্দর এই পঞ্চ ভূত দেহ।
ক্রমে একদিনেতে মিশিবে পঞ্চ সহ॥
"কায় প্রাণে ন সম্বন্ধ" হইবে তোমায়।
দীন গেল দীনবন্ধু নাম কর সার॥
ভ্রমে পড়ি নাহি চিন হরি দয়াময়।
তত্ত্বকথা ভুলিয়াছ মজিয়া মায়ায়॥
হরি হরি বল ভাই দিন বয়ে যায়।
ভেবে দেখ নাহি আর সাধন সময়॥
পঞ্চম বর্ষের শিশু শ্রীধ্রুব আছিল।
যেরূপেতে ভগবান তাঁরে কৃপা কৈল॥
নারদ পুরাণ বিষ্ণু স্কন্দ পুরাণেতে।
"হরি ভক্তি সুধোদয়" শ্রীমদ্ভাগবতে॥
ধ্রুব প্রহ্লাদের কথা বিস্তর বর্ণন।
সংক্ষেপেতে কহি কিছু শুন ভক্তগণ॥
ক্ষীরোদ শায়ি ভগবান বেদে যাঁরে বলে।
ব্রহ্মার উৎপত্তি তাঁর নাভিশতদলে॥
সে ব্রহ্মার মনে সৃষ্টি বাসনা হইল।
পত্নীসহ স্বায়ম্ভুব মনুকে সৃজিল॥ (১)
শতরূপা সে মনু পত্নীর নাম ছিল।
ক্রমে তাঁর গর্ভে দুই পুত্র জনমিল॥

---

(১) ক্ষত্রিয়ানাং বীজরূপো নাম্না স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
যৎপত্নী শতরূপা চ রূপাঢ্যা কমলা কলা॥
পত্নীকশ্চ মনুস্তস্থৌ ধাত্রাজ্ঞা পরিপালকঃ।
স্বয়ং বিধাতা পুত্রাংশ্চ তানু বাচ প্রহর্ষিতাঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ব্রহ্ম খণ্ড ৮ম অধ্যায়।

প্রিয়ব্রত রাজা ও উত্তান পাদরায়।
বিষ্ণুর কলাংশে জন্ম ভাগবতে কয়॥

উত্তানপাদ রাজার রমণী দুইজন।
সুনীতি সুরুচি নামে ব্যক্ত ত্রিভুবন॥

কনিষ্ঠা সুরুচি রাণী পরমা সুন্দরী।
তাঁর রূপ বর্ণিবারে কিবা শক্তি ধরি॥

কামের রমণী রতি হেরিলে তাঁহায়।
লজ্জায় অমনি ধনি বিবরে লুকায়॥

তিলোত্তমা, রম্ভা, তারা কোন ছার।
কিঞ্চিৎ উপমা মাত্র তড়িত তাহার॥

একদা রাজাকে রাণী কহিল গোপনে।
আমার মিনতি সুনীতিকে দাও বনে॥

ভার্য্যার প্রণয়ে মজি মনুর নন্দন।
বিনা দোষে সুনীতিকে পাঠাইল বন॥

বিরস বদনে রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে।
উপনীত হৈল কোন মুনির পুরেতে॥

রাণীর রোদন শুনি মুনি পত্নীগণ।
সত্বর আসিল সবে রাণীর সদন॥

নারী হেরি নারীর মমতা বৃদ্ধি হয়।
সুনীতিকে দেখি যত মুনি পত্নী কয়॥
কি জন্য রোদন কর কহ ওলো ধনি।
অনুভাবে বুঝি তুমি রাজার রমণী॥
সুনীতি বলেন শুন মুনি পত্নীগণ।
উত্তানপাদ রাজা আমার স্বামী হ'ন॥
আমার সতিনী অতি সুন্দরী রমণী।
তাহার প্রেমেতে পতি মজিযে এখনি॥

বিনা দোষে মোরে বনে নির্ব্বাসিতা কৈল।
এই বাণী, বলি রাণী, রোদন যুড়িল॥

রাণীকে বুঝায় যত মুনি পত্নীগণ।
"সেই ভাল যেরূপে রাখেন জনার্দ্দন"॥

এত বলি যতেক ব্রাহ্মণ পত্নীগণ।
কহিল রাণীর কথা স্বামীর সদন॥

শুনি যত মুনিগণ আনন্দিত মনে।
রাণীকে কুটীর করি দিল সেই বনে॥

যিনি রহিতেন অন্তঃপুরের ভিতর।
ভাগ্য দোষে র'ন এবে অরণ্য মাঝার॥

কমল শয্যায় যাঁর নিদ্রা না আসিত।
বৃক্ষ পত্রোপরে তিনি হয়েন নিদ্রিত॥

নিদাঘে করিত দাসী চামর ব্যজন।
এখন নিদাঘ জ্বালা নাশে প্রভঞ্জন॥

সুরভিত তৈল যিনি মাখিতেন শিরে।
তৈল বিনে এবে তাঁর শিরে ধূলি উড়ে॥

পরিধান ছিল যাঁর বিচিত্র অম্বর।
বৃক্ষ ছাল পরে সেই বিপিন মাঝার॥

ক্ষীর, স্বর, নবনীত করিত আহার।
বৃক্ষফল খান তিনি কানন ভিতর॥

বিধির লিখন কর্ম্ম খণ্ডিতে কে পারে।
বহু কষ্টে রহে রাণী অরণ্য ভিতরে॥

তারিণী কহিছে ভাল নীতি বিধাতার।
সুখ অন্তে দুঃখ ভোগ হয় সবাকার॥

উত্তানপাদ রাজার মৃগয়া বিবরণ।

—:•:—

কতদিন পরে রাজা উত্তানপাদ রায়।
সঙ্গে লয়ে বহু সৈন্য চলে মৃগয়ায়॥
হয়, হস্তী, রথ, রথী, হাজার হাজার।
কতেক মনুষ্য চলে সংখ্যা নাহি তার॥
বহু সৈন্য সঙ্গে রাজা কাননে পশিল।
হেন কালে শুন সবে বিধি যাহা কৈল॥
মেঘগণে দশদিক করিল আন্ধার।
উনপঞ্চাশ বায়ু বহে দ্বিগুণ আকার॥
একেবারে মহা ঝড় বৃষ্টি আরম্ভিল।
ভয়ে সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলাইল॥
মেঘের গর্জ্জন ধ্বনি শুনে উড়ে প্রাণ।
শীল গুলি পড়ে যেন তাল পরিমাণ॥
হস্তী ঘোড়া মনুষ্যাদি কত শত মৈল।
বিধির কৃপায় রাজা উত্তান বাঁচিল॥
অন্য অন্য মনুষ্যাদি বেঁচে ছিল যারা।
হাত পা, ভাঙ্গিল কার কেহ অর্দ্ধমরা॥
হেন মতে বিপিনেতে রহে সৈন্যগণ।
পরে রাজা মহাতেজা করিয়া চিন্তন॥
এক অশ্ব আরোহণে করিল গমন।
শুন শুন ভক্তগণ অপূর্ব্ব কথন॥
যাইতে যাইতে রাজা দেখিবারে পায়।
অরণ্য মাঝারে এক কুটীর আছয়॥

কুটীর মধ্যেতে হেরি নারী একজন।
জিজ্ঞাসা করেন রাজা পুলকিত মন॥

কে তুমি কাহার নারী কহ বিবরণ।
একাকিনী হে কামিনী বনে কি কারণ॥

শুনি রাণী কুটীরের বাহিরে আসিল।
চিনিয়া আপন স্বামী কহিতে লাগিল॥

তারিণী কহিছে ভাল বিধির লিখন।
রাজা রাণী উভয়ের হইবে মিলন॥

সুনীতির সহিত উত্তানপাদ রাজার মিলন।

—:০:—

লঘু ত্রিপদী।

কহেন সুনীতি, শুনহে নৃপতি,
আমি দাসী তব নারী।
এবে নাহি মনে, সুরুচি বচনে,
মোরে কৈলে বনচারী॥

শুন প্রাণেশ্বর, কহি অতঃপর,
বিধির লিখন কর্ম্ম।
বিধি যাহা করে, কে খণ্ডিতে পারে,
কহিলাম সার মর্ম্ম॥

রাণী নর বরে, অতি সমাদরে,
বসিতে দিল আসন।
লজ্জিত হৃদয়, মনুর তনয়,
কুটীরে ব'সে তখন॥

রাণী অতঃপরে, মুনিগণ ঘরে,
হইলেন উপনীত।
মধুর বচনে, মুনি পত্নী গণে,
করিতেছে নিবেদিত॥
শুন নিবেদন, মুনি ভার্য্যাগণ,
কহিগো মম ভারতী।
আমার ভবন এসেছে এখন,
উত্তানপাদ মোর পতি॥
অতএব মোরে দেও কৃপা করে,
বস্ত্র আদি অলঙ্কার।
দিবে যাহা যাহা, ফিরে দিব তাহা,
বুঝে লৈও পুনর্ব্বার॥
কি করিব হায়, না দেখি উপায়,
খাদ্য দ্রব্য নাহি ঘরে।
পেয়ে বড় ক্লেশ, এসেছে নরেশ,

কি দিয়া তুষিব তাঁরে॥
শুনিয়া সুনীতি রাণীর এরূপ বচন।
হরষ অন্তরে যত মুনি পত্নীগণ॥
চৈব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় আদি দ্রব্য যত।
আনিয়া রাণীকে সবে দিলেন ত্বরিত॥
সুনীতি পাইয়া অতি আনন্দ অন্তরে।
উপনীত হ'ল দ্রুত আপন কুটীরে॥
রাজাকে দিলেন রাণী করিতে ভোজন।
ভোজনান্তে কৈল রায় মুখ প্রক্ষালন॥
হরষিত মনুসুত আসনে বসিল।
তাম্বুল ভক্ষণ করি শয়ন করিল॥

নানা মতে রাণীকে বুঝাল নৃপমণি।
রতিরস রঙ্গে হ'ল প্রভাত যামিনী॥
হরি স্মরি শয্যা হৈতে উঠিয়া রাজন।
হৃষ্ট মনে নিকেতনে করিল গমন॥
পাত্র মিত্রগণ যত অরণ্যেতে ছিল।
রজনী প্রভাতে সবে দেশে প্রবেশিল॥
নিজ পুরে প্রবেশিয়া উত্তান রাজন।
রাজ্য রক্ষা করে ল'য়ে পাত্র মিত্রগণ॥
সুরুচির প্রেমে মজি মনুর কুমার।
সুনীতিকে বিস্মৃত হইল অতঃপর॥
তারিণী কহিছে শুন যত ভক্তগণ।
হরি ভক্ত শ্রীধ্রুবের জন্ম বিবরণ॥

ধ্রুবের জন্ম ও উত্তানপাদরাজার সভায় উপস্থিত।

---:০:---

হেন মতে রহে রাজা আনন্দে মগন।
বন মাঝে সুনীতির গর্ভের উৎপন্ন॥
এক দুই করি ক্রমে দশ মাস হ'ল।
দশ মাস দশ দিনে পুত্র প্রসবিল॥
পরম সুন্দর পুত্র অতি সুলক্ষণ।
হেরিয়া সুনীতি হ'ল আনন্দে মগন॥
বহু মুনি পত্নীগণ আসিয়া তখন।
পুত্র হেরি আশীর্ব্বাদ কৈল সর্ব্বজন॥
মনে মনে চিন্তা করি যত মুনিগণ।
ধ্রুব বলে নাম তার রাখিল তখন॥

বিষ্ণু অংশে অবতীর্ণ ধ্রুব মহাশয়।
জন্ম মাত্রে হরি ভক্তি তাঁহার হৃদয় ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু শশাঙ্ক মতন।
ক্রমে ক্রমে হৈল পঞ্চ বর্ষের নন্দন ॥
এক দিন সেই ধ্রুব মুনি সুত সঙ্গে।
খেলে নানাবিধ খেলা অতি মনোরঙ্গে ॥
এমন সময় মুনি পুত্র একজন।
ধ্রুবকে বলিল "তুমি কাহার নন্দন"
এবাক্য শ্রবণে ধ্রুব লজ্জিত হইল।
অধো মুখে চেয়ে রৈল কিছুনা বলিল ॥
পুনর্ব্বার কহে সেই মুনির কুমার।
মায়ে জিজ্ঞাসিয়ে ধ্রুব করহ উত্তর ॥
বিনয় করিয়া তোর জননীকে ক'য়ে।
তব পরিধান বস্ত্র আনহ চাহিয়ে ॥
লজ্জায় কাতর ধ্রুব গিয়ে মা'র কাছে।
জিজ্ঞাসে পিতার নাম আর বস্ত্র যাচে ॥
সুনীতি বলেন বাছা করহ শ্রবণ।
উত্তানপাদ নৃপতি তোমার পিতা হ'ন ॥
বসন বিহীন রাণী দুঃখিত অন্তরে।
জীর্ণ এক বস্ত্র আনি দিল তনয়েরে ॥
জননীকে প্রণমিয়া ধ্রুব যশোধন।
বস্ত্র ল'য়ে শিশু মাঝে দিল দরশন ॥
ধ্রুবকে লইয়া সঙ্গে মুনি পুত্র যত।
উত্তানপাদের সভায় হ'ল উপনীত ॥
ধ্রুবকে হেরিয়া রাজা হইল বিস্ময়।
মনে ভাবে এল কোন রাজার তনয় ॥

সাদরে নৃপতি ধ্রুবে জিজ্ঞাসে তখন।
কোথায় তোমার ধাম পিতা কোনজন॥

ধ্রুব কন নিবেদন শুন মহাশয়।
আমার পিতার নাম উত্তানপাদরায়॥

বিনা দোষে মাকে পিতা পাঠাইল বনে।
মাতা সহ বনে থাকি মুনিগণ সনে॥

শুনি রাজা পুত্র বলে কোলে তুলি নিল।
গৃহমধ্যে থাকি তাহা সুরুচি দেখিল॥

ক্রোধেতে সুরুচি ধ্রুবে বলিল তখন।
দুঃখিনীর পুত্র হয়ে চাহ সিংহাসন॥

হরির তপস্যা করি এ তনু ত্যজিয়া। (১)
যদি জন্ম লও মোর গর্ভেতে আসিয়া॥

তবে পাবি সিংহাসন ওরে বাছাধন।
এবে পিতৃ ক্রোড় হৈতে চলি যাও বন॥

বিমাতার শুনি হেন কর্কশ বচন।
পিতৃ ক্রোড় হৈতে ধ্রুব নাবিল তখন॥

পুত্র স্নেহে মহারাজ দুঃখিত অন্তরে।
কিন্তু কিছু না বলিল সুরুচির ডরে॥

বিপিনে পশিল ধ্রুব যথায় জননী।
অভিমান হৈল মনে কহিছে তারিণী॥

---

(১)"তপসারাধ্য পুরুষং তস্যৈবানুগ্রহেণ মে।
গর্ভে ত্বং সাধয়াত্মানং যদিচ্ছসি নৃপাসনম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ।

মনো দুঃখে ধ্রুব সুনীতিকে বলিতেছেন।

—:০:—

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ধ্রুব মায়ের নিকটে, সবিনয় কর পুটে,
বলে মাতা করহ শ্রবণ,
আমি মুনি সুত সনে, গিয়ে ছিনু পিতৃ স্থানে,
পিতা মোরে করি দরশন ;
বলে শুন বাছাধন, তোর পিতা কোন জন,
কহ মোরে সত্য পরিচয়।
আমি কহিলাম নৃপ, পিতা উত্তানপাদ ভূপ,
শুনি রাজা আনন্দ হৃদয় ॥
তখনেই স্নেহ ভরে, কোলে তুলি নিল মোরে,
হেন কালে বিমাতা দেখিয়া ;
কহে ধ্রুব শুন শুন, তপে ত্যজি এ জীবন,
মোর গর্ভে জনম লভিয়া ;
রাজা হৈও বাছাধন, এবে ফিরে যাও বন,
হরির তপস্যা করিবারে।
তবে যদি কৃপা করি, কভু দীন বন্ধু হরি,
দেন বাছা এ রাজত্ব তোরে ॥
অতএব কৃপা করি, বল মাগো কোথা হরি,
আমি তাঁর তত্ত্ব নাহি জানি।
তিনি কোন গুণ ধরে, কোথা কারে রক্ষা করে,
বিস্তারিয়া বল গো জননী ॥
তারিণী কহিছে বাণী, শুন ধ্রুব গুণমণি,
জটীল দ্বিজের বিবরণ।

ভক্তি ভাবে যেই নরে, এ কথা শ্রবণ করে,
হরি তারে দেন স্ব-চরণ ॥

সুনীতি কর্ত্তৃক ধ্রুবের নিকট জটীল ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত কথন।

——:০:——

সুনীতি বলেন ধ্রুব করহ শ্রবণ।
হরির মাহাত্ম্য কিছু করিব বর্ণন ॥
নিরাকার নির্ব্বিকার সারাৎসার হরি।
তাঁহার মাহাত্ম্য কিবা বর্ণিবারে পারি ॥
ইচ্ছায় সাকার রূপ করিয়া ধারণ।
যুগে যুগে ভক্তগণে করেন রক্ষণ ॥
এই যে জগৎ বাছা কর দরশন।
"সর্ব্বভূত ময়োৎ হরিঃ" আছে সর্ব্বক্ষণ ॥
সুখ দুঃখ নাহি তাঁর জন্ম মৃত্যু হীন।
এক ভাবে ভগবান রন চিরদিন ॥
তাঁহার ইচ্ছায় হয় সৃজন পালন।
তাঁহার ইচ্ছায় জীবের ঘটয় মরণ ॥
ধনী মানি ভেদ নাই তাঁহার সদন।
সর্ব্ব জীবে সম ভাবে করেন দরশন ॥
ভক্তিতে যে জন তাঁরে ডাকে এক বার।
তারে না পরশে কভু রবির কুমার ॥
ভক্তিতে ভক্তের কাছে বাঁধা ভগবান।
এক উপাখ্যান কহি শুন বাছাধন ॥
জনক বিহীন এক ব্রাহ্মণ নন্দন।
জটীল তাঁহার নাম দরিদ্র সে জন ॥

মাতা বিনে ত্রিভুবনে কেহ নাহি তার।
বন মধ্য দিয়া যায় বিদ্যা শিখিবার ॥

এক দিন সেই শিশু কহে জননীরে।
পাঠশালে যেতে ভয় বিপিন মাঝারে ॥

শুনি তার মাতা বলে ওহে বাছাধন।
কাননেতে আছে তোর দাদা নারায়ণ ॥

যখন ডাকিবি তাঁরে পাবি দরশন।
রক্ষা করিবেন তিনি তোরে সর্ব্বক্ষণ ॥

মা'র বাক্যে সে জটীল কাননে পশিয়া।
বলে দাদা "নারায়ণ" রক্ষহ আসিয়া ॥
নির্দ্দয় হইয়া যদি না দাও দরশন।
নিশ্চয় ত্যজিব আমি এ পাপ জীবন ॥

ভক্তাধীন ভগবান আসিয়া তখনে।
জটীলেরে ডাকি বলে মধুর বচনে ॥

পাঠশালে যেতে ভাই না করিও ভয়।
সর্ব্বক্ষণ আমি রক্ষা করিব তোমায় ॥
এইরূপ নিত্য শিশু পাঠশালে যায়।
ভক্তি বলে রক্ষে তারে হরি দয়াময় ॥
হেন মতে কত দিন গত হয়ে গেল।
এক দিন গুরু ছাত্রগণকে কহিল ॥
শুন শুন ছাত্রগণ আমার বচন।
মম পিতা পরলোকে করেছে গমন ॥
ধনরত্ন হীন আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কেমনে পিতার শ্রাদ্ধ করিব এখন ॥
শুনি যত ছাত্রগণে গুরুকে কহিল।
কেহ মৎস্য কেহ কাষ্ঠ কেহ দিবে চাউল ॥

কেহ ঘৃত কেহ চিনি কেহ নারিকেল।
জনে জনে যত দ্রব্য স্বীকার করিল॥
গুরু কন শুন শুন জটীল ব্রাহ্মণ।
কোন দ্রব্য দিবা তুমি কহ বাছাধন॥
"অন্য দ্রব্য আছে মোর" দধি বাকী আছে।
কোন দ্রব্য দিবা তুমি বল মোর কাছে॥
জটীল বলেন শুন গুরু মহাশয়।
জননী বলিবে যাহা দিবহে তোমায়॥
গুরুকে প্রণমি শিশু নিজালয়ে গেল।
বিনয়ে মায়ের কাছে কহিতে লাগিল॥
গুরু পিতৃ শ্রাদ্ধে মাগো যত ছাত্রগণ।
সকলে সকল দ্রব্য কৈল আহরণ॥
আমি কোন দ্রব্য দিব বল গো জননী।
শুনি জটীলের মাতা বলিল তখনি॥
আমি কি বলিব তোর দাদা নারায়ণ—
যাহা কহে তুমি তাহা দিও বাছাধন॥
মায়ের বচনে শিশু আনন্দ অন্তরে।
উপনীত হ'লাদ্রুত বিপিন মাঝারে॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি বলে কোথা নারায়ণ।
কৃপা করে দাদা মোরে দাও দরশন॥
ভক্তাধীন ভগবান আসিয়া সাক্ষাতে।
জটীলেরে কহিলেন হাসিতে হাসিতে॥
কিকারণ ভাই মোরে করেছ স্মরণ।
জটীল বলিল দাদা শুন বিবরণ॥
গুরু পিতৃ শ্রাদ্ধ দিন উপনীত হইল।
গুরুদেবে কোন দ্রব্য দিব আমি বল॥

অন্তর্য্যামি অন্তরেতে জানিয়া তখনে।
"বলিলেন দধি দিব" কৈও গুরু স্থানে॥
বিদায় হইয়া শিশু পাঠশালে গেল।
আমি দিব দধি গুরুর কাছেতে কহিল॥
জটীলের বাণী শুনি অন্য ছাত্রগণ।
নানা মতে জটীলেরে করিল নিন্দন॥
জটীল বলিল শুন গুরু মহাশয়।
দধি দিব দিব্য করি কহিনু তোমায়॥
জটীলের বাক্যে গুরু বলিল তখন।
শ্রাদ্ধের দিনেতে দধি দিও বাছাধন॥
শুনিয়া জটীল অতি আনন্দিত মনে।
উপনীত হল দ্রুত নিজ নিকেতনে॥

গুরুদেব ও জননীর সহিত জটিলের শ্রীহরি দর্শন।

—:o:—

ক্রমে ক্রমে গুরু পিতৃ শ্রাদ্ধ দিন এল।
লক্ষ লক্ষ দ্বিজ গুরু ভবনে চলিল॥
আজি গুরু পিতৃ শ্রাদ্ধ জানিয়া জটীল।
বনে গিয়া নারায়ণে ডাকিতে লাগিল॥
ক্রমে ক্রমে শিরোপরি আসিল তপন।
জটীলে না দেখি গুরু বিষাদিত মন॥
শিরে করাঘাত করি করয়ে রোদন।
বলে হায় কোথা রৈল জটীল ব্রাহ্মণ॥
দ্বিপ্রহর বেলা গত তবুনা আসিল।
আহুত অতিথি গণ ক্ষুধায় মরিল॥

ক্ষুধায় কাতর হয়ে যত দ্বিজগণ।
অভিশাপে মম বংশ করিবে নিধন॥
হায় বিধি এই ছিল কপালে লিখন।
পিতৃ শ্রাদ্ধে বংশ সহ হইব নিধন॥
এইরূপে গুরুদেব ভাবে মনে মনে।
অন্তর্য্যামি নারায়ণ জানিল তখনে॥
বন মাঝে যেখানে শ্রীজটীল আছিল।
এক ভাণ্ড দধি লয়ে তথা উত্তরিল॥
সেই দধি দিল প্রভু জটীলের হাতে।
দেখিয়া লাগিল শিশু রোদন করিতে॥
বল দাদা এ দধিতে কোন কার্য্য হয়।
একজনে খেলে তার পেট না ভরয়॥
নারায়ণ বলে তুমি বড়ই অজ্ঞান।
এই দধি লয়ে দ্রুত করহ প্রয়াণ॥
সম্পূর্ণ রূপেতে এই পাত্র না ঢালিবে।
একেবারে এই দধি কাহাকে না দিবে॥
হেথায় শ্রীগুরু মনে করিয়া চিন্তন।
ভোজনেতে বসাইল যত দ্বিজগণ॥
এমন সময় সেই জটীল ব্রাহ্মণ।
দধি লয়ে গুরু স্থানে দিল দরশন॥
ক্ষুদ্র এক ভাণ্ড দধি হেরিয়া তখন।
গুরুদেব হ'ল অতি বিষাদিত মন॥
অন্য অন্য ছাত্রগণে হরিষ অন্তরে।
নানা মতে জটীলেরে তিরস্কার করে॥
জটীল বলেন শুন গুরু মহাশয়।
কোটী জনে খেলে এই দধি না ফুরায়॥

তখন জটীল মনে চিন্তি নারায়ণে।
দধি দিতে আরম্ভ করিল জনে জনে॥

যত চায় তত দেয় তবু না ফুরায়।
পুনর্ব্বার শূন্য ভাণ্ড পরিপূর্ণ হয়॥

যত দ্বিজগণ সবে ভোজনের পরে।
হর্ষান্তরে জটীলেরে আশির্ব্বাদ করে॥

কেহ বলে ধন্য তুমি দ্বিজের তনয়।
সেই ধন্য যে ধরেছে গর্ভেতে তোমায়॥

তোমার সমান ভক্ত নাহি ত্রিসংসারে।
অনুভবে বুঝি হরি দয়া কৈল তোরে॥

এইরূপে দ্বিজ গণে আশীর্ব্বাদ কৈল।
বিশ্রাম করিয়া সবে নিজালয়ে গেল॥
পরেতে জটীল গুরু আর ছাত্রগণ।
ক্রমে ক্রমে সকলেই করিল ভোজন॥
জটীলের প্রতি কহে গুরু মহাশয়।
কোথা পেলে এই দধি বল হে আমায়॥
জন্মিয়া এমন দধি না খাই কখন।
কেবা তোরে দধি দিল কহ বাছাধন॥
জটীল বলেন প্রভু দিবে কোনজন।
একমাত্র আছে মোর দাদা নারায়ণ॥
গুরু বলে কোথা আছে সেই নারায়ণ।
একবার মোরে বাছা করাও দর্শন॥
জটীল কহেন তিনি অরণ্য মাঝারে।
যদি ইচ্ছা হয় প্রভু চল দেখিবারে॥
গুরু বলে চল চল ওরে বাছাধন।
এপাপ নয়নে তাঁরে করিব দর্শন॥

জটীল বলিল শুন গুরু মহাশয়।
জননী সহিত যেতে উপযুক্ত হয়॥
এত বলি মাতা আর গুরুকে লইয়া।
উপনীত হ'ল শিশু কাননেতে গিয়া॥
"নারায়ণ" ব'লে ডাকে অতি উচ্চৈঃস্বরে।
ভক্তাধিন ভগবান জানিয়া অন্তরে॥
জটীলের কাছে গিয়া উপনীত হ'ল।
নারায়ণে হেরি শিশু প্রণাম করিল॥
জটীলের মাতা হেরি প্রভু নারায়ণ।
একেবারে মহানন্দে হইল মগন॥
জটীলেরে গুরু নারায়ণে না দেখিল।
তখনে জটীল দ্বিজ গুরুকে কহিল॥
আমাকে পরশ কর গুরু মহাশয়।
তবেই তোমাকে দেখা দিবে দয়াময়॥
জটীলেরে গুরু যেই পরশ করিল।
ত্রিভঙ্গ মূরতি হরি দেখিতে পাইল॥
জটীল জননী গুরু আর শ্রীজটীল।
তিন জনে হরিপ্রেম রসেতে ডুবিল॥
জটীল জটীলমাতা গুরু তিন জন।
দিব্য রথে চড়ি গেল গোলক ভুবন॥
সুনীতি কহিছে ধ্রুব তোমাকে সুধাই।
হরি বিনে ত্রিভুবনে বন্ধু কেহ নাই॥
ভক্তি ডোরে যেই জন বেন্ধেছে তাঁহারে।
তার ঋণ ভগবান সুধিতে না পারে॥
তরিতে এ ভবসিন্ধু থাকে যার মন।
তারিণী কহিছে ভজ শ্রীহরি চরণ॥

তপস্যার্থে ধ্রুবের বনে গমন।

একাবলি ছন্দ।

—:·:—

জটীল বৃত্তান্ত করিয়া শ্রবন।
ধ্রুব হ'ল অতি আনন্দিত মন॥
বিনয়ে বলেন জননীর কাছে।
বল মাগো সেই হরি কোথা আছে॥
তথা গিয়ে আমি করিব সাধন।
এ সুখ সম্পদে নাহি প্রয়োজন॥
সুনীতি বলেন শুন বাছাধন।
বনে রহে পদ্ম পলাস লোচন॥
সিংহ ব্যাঘ্র আদি তথা অগণন।
কিরূপে হে শিশু করিবি সাধন॥
ধ্রুব কহে মাগো এ পাপ জীবন।
তপস্যা করিতে হইলে নিধন॥
দীনবন্ধু হরি দিবে শ্রীচরণ।
অবশ্যই আমি করিব সাধন॥
মিছে মায়া পাশে বন্দি রহিব।
ইহকাল পরকাল হারাইব॥
এপাপ জীবন সঁপেছি তাঁরে।
করিব সাধন বন মাঝারে॥
সুনীতি বলেন শুন বাছাধন।
নাহি দিব তোরে প্রবেশিতে বন॥
প্রাণ কি বাঁচিবে না দেখিয়া তোরে।
কোথা যাবি বাপ দুঃখিনী মা ছেরে॥

হেন মতে মাতা পুত্র দুইজন।
ক্রমে নানা কথা কৈল আলাপন॥
অস্ত গেল ভানু আইল যামিনী।
আহার করিয়া পুত্র ও জননী॥
কুটীর ভিতরে শয়ন করিল।
ধ্রুবের নয়নে নিদ্রা নাহি এল॥
সদা চিন্তে পদ্ম পলাস লোচন।
দ্বি-প্রহর নিশি হইল যখন॥
শিশুমতি ধ্রুব করি গাত্রোত্থান।
বলে কোথা পদ্ম পলাস লোচন॥
জননীর পদে করি পরণাম।
বনে চলিলেন ধ্রুব গুণধাম॥
দ্বিপ্রহর নিশি অতি অন্ধকার।
কাননে পশিয়া উত্তান কুমার॥
উচ্চৈঃস্বরে বলে হরি দয়াময়।
একবার দেখা দাও হে আমায়॥
মায়ের মুখেতে শুনি তব গুণ।
এসেছি হে প্রভু করিতে সাধন॥
এইরূপে শিশু সদা হর্ষান্তরে।
শ্রীপদ্ম পলাস লোচন স্মরে॥
বনে কোন শব্দ করিলে শ্রবন।
আঁখি মেলি ধ্রুব চাহেন তখন॥
মনে ভাবে বুঝি এই এল হরি।
উচ্চৈঃস্বরে সদা বলে হরি হরি॥
কিছুক্ষণ পরে কোন শব্দ নাই।
কেন্দে বলে শিশু কোথা হে গোসাঞি॥

আমি অভাজন নাজানি সাধন।
একবার প্রভু দাও দরশন॥

হেন কালে শুন অপূর্ব্ব কথন।
ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রি দোঁহে ছিল সেই বন॥

ধ্রুব বাক্য শুনি পাপিনী ব্যাঘ্রিনী।
বিনয় স্বামীকে বলিল তখনি॥

প্রভু সপ্ত মাসের গরভ আমার।
ইচ্ছা নরমাংস করিতে আহার॥

স্ত্রীর বাক্য শুনি ব্যাঘ্র চলিল।
ধ্রুবের নিকটে উপনীত হৈল॥
বিকট বদনে খাইবারে যায়।
গদাধারী হরি এমন সময়॥
আসি গদাঘাতে ব্যাঘ্রে বিনাশিল।
মহাভক্ত ধ্রুবের জীবন রক্ষিল॥

বিষ্ণু হস্তে ব্যাঘ্র ত্যাজিয়া জীবন।
রথে চড়ি গেল গোলক ভুবন॥

তারিনী কহিছে বদন ভরি।
ভক্তগণ সবে বল হরি হরি॥

ধ্রুবের নিকট নারদের গমন ও ধ্রুবকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান।

—:০:—

হেথায় নারদ মুনি যামিনী প্রভাতে।
বীনাতে শ্রীহরি গুণ গাহিতে গাহিতে॥
হরিনামে মত্ত মুনি হরষ অন্তরে।
হরি দরশনে যান গোলক নগরে॥

হেনকালে বসি ধ্রুব একদ্রুম মূলে।
উচ্চৈঃস্বরে মুখে সদা হরি হরি বলে ॥
শুনিয়া নারদ মুনি ভাবে মনে মনে।
মোর তুল্য ভক্ত কেবা আছে ত্রিভুবনে ॥
অমনি নারদ মুনি ধ্যানেতে বসিল।
তপেতে এসেছে ধ্রুব জানিতে পারিল ॥
ধ্রুবের নিকটে মুনি করিল গমন।
মধুবন মাঝে দেখে নানা বৃক্ষগণ ॥
নানা চিত্র বিচিত্র উদ্যান মনোহর।
হায় কি সুন্দর বন দেখিতে সুন্দর ॥
মনোহর সরোবরে সুনির্ম্মল জল।
বিকশিত নীলশ্বেত লোহিত উৎপল ॥
প্রফুল্লিত কুমুদ কহ্লার কোকনদ।
গুন গুন শব্দে তাহে ভ্রমে ষটপদ ॥
সরোবরে শোভে চক্রবাক চক্রবাকী।
রাজহংস রাজহংসী ডাহুক ডাহুকী ॥
মূর্ত্তিমান বসন্ত সঙ্গেতে ষড়াসন।
ঠিক যেন ধরাধামে নন্দন কানন ॥
তথায় যতেক মুনি বসি যোগাসনে।
মুদ্রিত নয়নে সদা রত হরি ধ্যানে ॥
অতি মনোহর স্থান সেই মধুবন।
সেবন হেরিলে হরি প্রেমে মজে মন ॥
ধ্রুবের নিকটে গিয়া ব্রহ্মার নন্দন।
ছলনা করিয়া বলে শুন বাছাধন ॥
বিমাতার বাক্যে কেন এসেছ কাননে।
চল মোর সঙ্গে বসাইব সিংহাসনে ॥

নারদের বাক্যে শিশু আনন্দিত মনে।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মুনির চরণে॥

অবোধ বালক ধ্রুব ভাবিল অন্তরে।
কৃপা করি বুঝি হরি দেখা দিল মোরে॥

ধ্রুবকহে শুন ওহে হরি দয়াময়।
কিকারণে প্রভু মোরে হয়েছ নির্দ্দয়॥

মা'র মুখে তব গুণ শুনিয়া শ্রবনে।
তপস্যা করিতে আমি এসেছি বিপিনে॥

নিশিতে আমারে যদি ব্যাঘ্রে বিনাশিত।
নিষ্কলঙ্ক তব নামে কলঙ্ক হইত॥

নারদ বলেন শুন সুনীতি নন্দন।
"হরি নই" আমি শ্রীনারদ তপোধন॥

শুনি ধ্রুব কহে মুনি করি নিবেদন।
নিজ গুণে যদি মোরে দিলে দরশন॥

সিংহাসন লাভে মোর প্রয়োজন নাই।
কিরূপে পাইব হরি বলহে গোসাঞি॥

নারদ বলেন শুন উত্তান নন্দন।
শ্রীহরির ভক্ত আমি ব্যক্ত ত্রিভুবন॥

আমা হৈতে পাবি বাছা হরির সন্ধান।
আজি তোরে দীক্ষা মন্ত্র করিব প্রদান॥
স্থির চিত্তে সেই মন্ত্র জপিলে হৃদয়।
তোরে তবে দেখা দিবে হরি দয়াময়॥
আমার সহিত চল যমুনার তীরে।
স্নান করাইয়া মহামন্ত্র (১) দিব তোরে॥

(১) দীক্ষা শব্দের অর্থ মহামন্ত্র।

ধ্রুবেরে লইয়া সঙ্গে বিরিঞ্চি নন্দন।
যমুনা পুলিনে গিয়া দিল দরশন॥
স্বয়ং নারদ মুনি করে অম্বু লইয়া।
অজ্ঞান শিশুকে দিল স্নান করাইয়া॥
নারদ বলিল ধ্রুব শুন মন্ত্র রীতি।
"ওঁ নমো ভগবতে বসুদেবায়" ইতি॥
এই মহা মন্ত্র বাছা জপ (১) সর্ব্বক্ষণ।
তবে তোরে দেখাদিবে শ্রীমধুসূদন॥
এত বলি মহা মুনি দয়াদ্র হইয়া।
মধুবনে দিল ধ্রুবে কুটীর করিয়া॥
হরি প্রেমে মত্ত হইয়া উত্তান নন্দন।
নারদেরে জিজ্ঞাসিল ধরিয়া চরণ॥
কেমন শ্রীহরি রূপ আমি নাহি জানি।
কিরূপে করিব ধ্যান কহ মহা মুনি॥
তারিণী কহিছে শুন যত ভক্তগণ।
কিঞ্চিত শ্রীহরি রূপ করিব বর্ণণ॥

ধ্রুবের নিকটে নারদের শ্রীশ্রীহরির রূপ বর্ণন।

——:০:——

আনন্দে নারদ মুনি বলেন তখন।
শ্রীহরির রূপ কহি শুন বাছাধন॥

---

(১) জপ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিস্তৃত রূপে জানিতে চাহিলে মৎসংগৃহীত "শ্রীশ্রী গুরু তত্ত্বামৃত" ও "শ্রীশ্রীহরি নামামৃত"; পাঠ করুন।

"প্রফুল্ল বদন তাঁর দৃষ্টি মনোহর।
উন্নত নাসিকা ভ্রূ যুগল সুন্দর॥

বিশাল কপোল তাঁর বিশ্ব রূপাধার।
সুরগণ যিনিরূপ পরম সুন্দর॥

মনোহর বপু নব যৌবন সম্পন্ন।
ওষ্ঠ অধর শোভে ঈষৎ রক্ত বর্ণ॥

পুরুষ লক্ষণ যুক্ত শ্রীবৎস লাঞ্ছিত।
চতুর্ভুজ বন মালা গলে বিরাজিত॥

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীকরে ধারণ।
রতন কুণ্ডল কর্ণদ্বয় সুশোভন॥

ত্রিভঙ্গ মূরতি হরি মুখে মৃদুহাস।
কৌস্তুভ শোভিত গণ্ড পরা পীতবাস॥

কিঙ্কিনী বেষ্টিত কটী অতি সুসোভন।
সুবর্ণ নুপুর পদে বাজে ঝুন ঝুন॥

জীবের মঙ্গল জন্য সেই ভগবান।
সর্ব্বদাই সুপ্রসন্ন ভাবে তিনি রন"॥

নারদ বলেন শুন সুনীতি কুমার।
এইরূপ কর ধ্যান হৃদয় মাঝার॥

তবে হরি কৃপা করি দিবে দরশন।
এত বলি গেল চলি ব্রহ্মার নন্দন॥

শ্রীহরির রূপ বর্ণনের প্রথম দুই পংক্তি ও শেষ ভাগের ছয় পংক্তি বাদে অবশিষ্ট"—" চিহ্নিত অংশ শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধ ৮ম অধ্যায়ের ৪৫-৪৯ শ্লোকের মর্ম্মানুসারে পদ্যানুবাদ করা হইয়াছে।

বাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীহরির কৃপাবলে।
তারিণী রচিল এই গ্রন্থ কুতুহলে॥

ধ্রুবের অদর্শনে সুনীতির রোদন।

——:o:——

ওথায় সুনীতি নিশি প্রভাত সময়।
পুত্র না হেরিয়া হ'ল উন্মাদিনী প্রায়॥
দুনয়নে বারি ধারা ঝড়ে অনিবার।
হা ধ্রুব! হা ধ্রুব বলি ত্রাসিত অন্তর॥
ভূমিতে পড়িয়া রাণী করেন ক্রন্দন।
বলে বিধি এত দুঃখ ভাগ্যেতে লিখন॥
বিনা দোষে স্বামী মোরে কৈল নির্ব্বাসন।
বহু দুঃখে দেখিলাম পুত্রের বদন॥
কেন বিধি মোরে আজি নির্দ্দয় হইল।
পুত্র মহাধন কেবা চুরি করে নিল॥
এইরূপে রাজরাণী করেন ক্রন্দন।
হেন কালে, আসি বলে ব্রহ্মার নন্দন॥
দুঃখ না ভাবিহ রাণী সম্বর রোদন।
তপস্যা করয় বনে তোমার নন্দন॥
সাধনোপদেশ আমি দিয়াছি তাহারে।
এবে বার্ত্তা জানাইতে আইনু তোমারে॥
মোর বাক্য শুনি দুঃখ ত্যাজ গো সুন্দরী।
অচিরে তোমার পুত্র লভিবে শ্রীহরি॥

শুনি রাণী পুত্র শোক কিছু পাশরিল।
নারদ বিদায় হয়ে সত্বর চলিল ॥

যথা বসিয়াছে রাজা উত্তান পাদ রায়।
শ্রীনারদ উপনীত হইল তথায় ॥

মুনি পদে দণ্ডবৎ করিয়া রাজন।
বসিবারে দিল তারে সুবর্ণ আসন ॥

নারদ বলেন রাজা করহ শ্রবন।
তপস্যা করয় বনে তোমার নন্দন ॥
বৈষ্ণবের শিরোমণি করেছি তাহারে।
সুভ সমাচার দিতে আইনু তোমারে ॥

এত বলি মহা মুনি স্বস্থানে চলিল।
শুনিয়া রাজার মনে আনন্দ বাড়িল ॥

বন হৈতে সুনীতিকে আনি নিজালয়।
যতনেতে রাখিলেন উত্তানপাদরায় ॥

সুনীতি পুত্রের দুঃখ ক্রমে পাশরিল।
তারিণী কহিছে ভাই হরি হরি বল ॥

ধ্রুবের তপস্যা।

—:০:—

নারদের উপদেশ করিয়া শ্রবন।
তপস্যায় রত হইল ধ্রুব যশোধন ॥

বৃক্ষ ফল পত্র যাহা পেত কাননেতে।
তাহাই আহার করি রহে কোন মতে ॥

ক্রমে নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণা দিয়ে বিসর্জ্জন।
অনিল ভক্ষণ ধ্রুব কৈল আরম্ভন॥

গ্রীষ্মকালে চারিভিতে বহ্নি প্রজ্বালিয়া।
তপস্যা করয় তার মধ্যেতে থাকিয়া॥

শীতকালে বারি মধ্যে থাকি নিরন্তর।
মহামন্ত্র জপে ধ্রুব হরষ অন্তর॥

ধ্রুবের কঠোর তপ করি দরশন।
যত দেবগণ হৈল বিষাদে মগন॥

ব্রহ্মা বলে ধ্রুব মোর লইবে ব্রহ্মত্ব।
ইন্দ্র বলে লবে মোর স্বর্গের রাজত্ব॥

ধর্ম্ম কহে ধ্রুব মোর অধিকার লবে।
এইরূপে হাহাকার করে সুর সবে॥

পরেতে মন্ত্রনা করি যত দেবগণ।
করিবারে শ্রীধ্রুবের তপস্যা ভঞ্জন॥

বেশ্যাগণ কাছে এক দূত পাঠাইয়া।
রূপবতী পঞ্চবেশ্যা আনিল ডাকিয়া॥

দেবরাজ বলে শুন হে গনিকাগণ।
মধু বনে তপ করে ধ্রুব যশোধন॥

মহাভাগবত (১) সেই বিদিত সংসারে।
সবে মিলে যাও তার তপ ভাঙ্গিবারে॥

ইন্দ্রের বচন শুনি বেশ্যা পঞ্চজন।
মধুবন মাঝে গিয়া দিল দরশন॥

---

(১) "এক ভাগবত হয় ভাগবত সাস্ত্র।"
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত॥

হরি ধ্যানে ছিল তথা যত, মুনিগণ।
বেশ্যাগণে হেরি হৈল কামে অচেতন॥

মধু বন মাঝে, বেশ্যা পঞ্চজনে,
হেরি যত মুনিদল।
পঞ্চ শরাঘাতে, উন্মত্ত হইল,
দূরে গেল বুদ্ধিবল॥

মদনের বাণে, হ'য়ে অচেতন,
ঢলিয়া পড়িল ভূমে।
ত্যাজিয়া জীবন, যেন জীবচয়,
রহে মৃত মহা ঘুমে॥

ক্রমে বেশ্যাগণ, ধ্রুব সন্নিধানে,
হইলেন উপনীত।
পঞ্চম বর্ষের বালক হেরিয়া,
সবে হৈল চমকিত॥

এ বলে উহারে, শুন ওলো সখী,
ধ্রুব অতি শিশু মতি।
কেমনে আমরা, ভুলাব ইহারে,
নাহি জানে স্মররীতি॥

সকল শরীর, হইয়াছে শীর্ণ,
দুস্কর তপের ক্লেশে।
দেখি বেশ্যাগণ, লজ্জিত হইয়া,
চলিল ইন্দ্রের পাশে॥

দেবগণ মাঝে, যথায় বসিয়া,
আছে সহস্র লোচন।
পঞ্চবেশ্যা তথা, উপনীত হইয়া,
করিতেছে নিবেদন॥

বেশ্যাগণ বলে শুন ওহে সুর-রাজ।
ধ্রুবের নিকটে মোরা পাইয়াছি লাজ॥
পঞ্চম বর্ষের শিশু বিহার না জানে।
বল মোরা তারে ভুলাইব কি সন্ধানে॥

ইন্দ্র কর্ত্তৃক ধ্রুবের তপস্যা ভঙ্গনার্থে মধুবনে রাক্ষসী প্রেরণ।

হরষে বিষাদ-ইন্দ্র হইল মগন।
ডাক দিয়া আনিল রাক্ষসী একজন॥
ইন্দ্র কহে শুন ওহে রাক্ষসী সুন্দরী।
মধুবনে এইক্ষণে যাহ ত্বরা করি॥
পঞ্চম বর্ষের শিশু সুনীতি নন্দন।
ধ্রুব তার নাম তপ করে মধুবন॥
ধ্রুবের জননী রূপে প্রবেশি সে বনে।
মায়ায় ভুলায়ে তারে আনহ এখানে॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় দুষ্টা রাক্ষসী তখন।
সুনীতির বেশ ধরী করিল গমন॥
ক্রমে ক্রমে মধুবনে প্রবেশ করিল।
ধ্রুবের নিকটে গিয়ে কহিতে লাগিল।
মায়ায় বহিছে তার দুনয়নে ধারা।
বলে বাছা ফিরে চাহ নয়নের তারা॥
তোমার জননী আমি সুনীতি দুঃখিনী।
তোর মুখ না হেরিয়া হৈনু পাগলিনী॥

শিশুকালে বাছা তোর তপে কিবা ফল।
কোলে আয় যাদুমণি নিজ দেশে চল॥

তোর জন্যে ওরে বাছা ভ্রমি বনে বনে।
অন্ধতুল্য হইয়াছি নাহেরি নয়নে॥

মামা বলে আঁখি মেলে ফিরে তুমি চাও।
এক বার স্তন্য দুগ্ধ পান করে যাও॥

এইরূপে সে রাক্ষসী করিল রোদন।
তবুনা চাহিল ফিরে সুনীতি নন্দন॥

তপেতে হয়েছে তার শীর্ণ কলেবর।
হৃদ পদ্মে হরি ধ্যান করে নিরন্তর॥

নানা মতে সে রাক্ষসী মায়া প্রকাশিল।
তবু নাহি বাহ্য জ্ঞান ধ্রুবের হইল॥

তখনে রাক্ষসী অতি লজ্জিতা হইয়া।
বাসব নিকটে বার্ত্তা জানাইল গিয়া॥

পরে ইন্দ্র দেব সহ মন্ত্রণা করিয়া।
গোলোকে চলিল অতি ত্রাসিত হইয়া॥

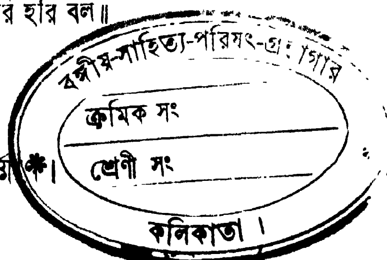
ধ্রুবের তপস্যা দর্শনে ভীত হইয়া দেবগণের গোলোকনাথের নিকট গমন।

—:০:—

মন্ত্রণা করিয়া ইন্দ্র আদি দেবগণ,
অত্যন্ত বিরস মনে, একত্রেতে সর্ব্বজনে,
গোলোক ভুবনে গিয়া দিল দরশন।

দেখি লক্ষ্মী জিজ্ঞাসিল যত দেবগণে।
শুন শুন দেবগণ, ইন্দ্র চন্দ্র হুতাশণ,
গোলোকে আইলা সবে কোন প্রয়োজনে॥
শুনিয়া রমার বাণী বলে সুরগণে।
শুন গো মা নিবেদন, যে কারণে দেবগণ,
একত্র হইয়া আইনু গোলোক ভুবনে॥
মধুবনে তপ করে ধ্রুব যশোধন।
উত্তান রাজার সুত, অতিরূপ গুণ যুত,
তাঁহার তপের কথা না যায় বর্ণন॥
পবন আহার করে ত্যজি অন্নাহার।
গ্রীষ্মকালে বহ্নি জ্বেলে, রহে তার মধ্য স্থলে,
হেরি যত দেবতার লাগে চমৎকার॥
পঞ্চম বয়ের শিশু নাহি বাহ্য জ্ঞান।
নয়ন মুদিয়া থাকি, হৃদয়ে কমলআঁখি,
ভক্তি ভাবে দিবা নিশি করিতেছে ধ্যান॥
তাঁর তপ দেখি মোরা হইয়াছি ভীত।
বুঝি তাঁর তপ হেরি, রমা পতি কৃপা করি,
আমাদের অধিকার দিবেন নিশ্চিত॥
অতএব মাত! কোথা আছে হরি।
শুনহ মম বচন, লক্ষ্মী বলে দেবগণ,
চিন্তা নাহি যাহ সবে নিজ নিজ পুরী॥
সর্ব্ব ঊর্দ্ধে করে হরি পুরী নিরমাণ।

বুঝি প্রভু কৃপা করি, সেই রত্নময় পুরী,
নবীন তপস্বী ধ্রুবে করিবে প্রদান।
শুনি যত দেবগণ আনন্দে মোহিল।
লক্ষ্মীকে প্রণাম করি, গেল নিজ নিজ পুরী,
তারিণী কহিছে ভাই হরি হরি বল॥



ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ।

—:০:—

এদিকে শ্রীভগবান আনন্দিত হইয়া।
সুর-শিল্পিকার বিশ্বকর্ম্মাকে লইয়া॥
নবগ্রহ চন্দ্র সূর্য্য সপ্তর্ষি উপর।
ধ্রুব লোক নিম্মাইল পরম সুন্দর॥
পদ্মরাগ, নীলকান্ত, আদি মণি যত।
লেখা জোখা নাহি তার নাম লব কত॥
নানা রত্ন দিয়া নিম্মাইল ধ্রুবাগার।
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অন্ধকার॥
এইরূপে ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ করিয়া।
উপনীত হৈল হরি গোলোকেতে গিয়া॥
শ্রীহরি লক্ষ্মীকে হেরি অতি ক্রোধ যুক্ত।
জিজ্ঞাসা করিল প্রভু হ'য়ে শশব্যস্ত॥
কহ প্রিয়ে কি কারণে এত ক্রোধ মন।
লক্ষ্মী বলে ভগবান করহ শ্রবণ॥

পঞ্চম বর্ষের শিশু ধ্রুব যশোধন।
কঠোর তপস্যা করে বসি মধুবন ॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্যজি করে পবন আহার।
তপেতে হয়েছে শীর্ণ তাহার কলেবর ॥

ধ্রুবের দুষ্কর তপ করি দরশন।
ব্রহ্মা ইন্দ্র সূর্য্য চন্দ্র কুবের পবন ॥

যত দেবগণ অতি ত্রাসিত অন্তরে।
জানাইতে এসেছিল গোলোক নগরে ॥

তোমাকে না হেরি তারা ওহে চক্রপাণি।
মোরে জানাইল সবে দুঃখের কাহিনী ॥

ব্রহ্মা বলিলেন মাগো করহ শ্রবণ।
মধুবনে তপ করে উত্তান নন্দন ॥

বুঝি তার তপে হরি সদয় হইবে।
কৃপা করি তারে মোর অধিকার দিবে ॥

এইরূপে একে একে যত দেবগণ।
জানাইল সবে মোরে দুঃখের কারণ ॥

লক্ষ্মী বলে প্রভু তুমি পাষাণ সমান।
দয়া নাহি তোমার শরীরে ভগবান ॥

ঘোর তপে যায় যদি ধ্রুবের জীবন।
ভক্তাধীন নাম তবে ধর কি কারণ ॥

আজ্ঞা কর যাই আমি ধ্রুবের সদন।
কোলেতে বসায়ে তারে পিয়াইব স্তন ॥

তারিণী কহিছে মাগো করি নিবেদন।
চরম সময় মোরে দিও দরশন ॥

কণ্ঠরোধ করে যদি দুরন্ত সমন।
পুত্র বলে ক্রোড়ে তুলে মুখে দিও স্তন ॥

ধ্রুবের শ্রীহরি দর্শন ও বরপ্রাপ্তি।

—:০:—

লক্ষ্মীর বচন শুনি প্রভু নারায়ণ।
রমা সহ গরুড়ে করিল আরোহণ ॥
অনিল গমনে পক্ষী গমন করিল।
মধু বনে ধ্রুব স্থানে উপনীত হ'ল ॥
ভগবান বলে শুন বিনতা নন্দন।
ডাকহ ধ্রুবকে বর দিব এইক্ষণ ॥
হরির আজ্ঞায় পক্ষী ডাকিতে লাগিল।
কিন্তু ধ্রুব কিছু নাহি উত্তর করিল ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি শিশু ঐকান্তিক মনে।
মন প্রান সঁপিয়াছে শ্রীহরি চরণে ॥
হরি পদে মন তার ডুবিয়া আছিল।
একারণ ধ্রুব কোন বাক্য না বলিল ॥
তখনে বিনতা সুত ভাবে মনে মন।
মরিয়াছে বুঝি ধ্রুব নাহিক চেতন ॥
হরির চরণে পক্ষী কৈল নিবেদন।
নিশ্চয় ঘটেছে প্রভু ধ্রুবের মরণ ॥
ভগবান বলে শুন বিনতা নন্দন।
আমার চরণে ধ্রুব সঁপিয়াছে মন ॥

হরি পদে যাঁর মন মগ্ন হ'য়ে রয়।
জনম মরণে তার নাহি কোন ভয়॥

এত বলি রমা সহ প্রভু নারায়ণ।
ধ্রুবের নিকটে গিয়া দিল দরশন॥

অন্তরে যেরূপে ধ্রুব হরি চিন্তা করে।
হরি সেইরূপে দেখা দিলেন বাহিরে॥

অন্তরে না হেরি হরি কাঁদিতে লাগিল।
অমনি শ্রীলক্ষ্মী ধ্রুবে কোলে তুলে নিল॥

ক্রমেতে সুনীতি সুত লভিল চেতন।
আনন্দ অন্তরে লক্ষ্মী পিয়াইল স্তন॥

তনু হইয়াছে শীর্ণ তপস্যা কারণ।
এজন্য ধ্রুবের মুখে নাস্ফুরে বচন॥

ধ্রুব মনে ভাবে হরি সদয় হইল।
নারদের বাক্যে বুঝি মোরে দেখা দিল॥
ভক্তাধীন ভগবান জানিয়া অন্তরে।
পাঞ্চ জন্য শঙ্খ স্পর্শ করাল ধ্রুবেরে॥
সুনীতি নন্দন তাহে বলবান হৈল।
দেখি হরি নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইল॥
তখনে বালক ধ্রুব হরিকে হেরিল।
প্রেম অশ্রুনীরে তার শরীর ভাসিল॥
ভগবান বলে শুন উত্তান নন্দন।
কোন্ বর চাহ তুমি বল বাছাধন॥
ধ্রুব কহে বরে মোর নাহি প্রয়োজন।
রত্ন লভিলাম করি কাচ অন্বেষণ॥ (১)

(১) কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্য রত্নম্ স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

শ্রীহরি ভক্তি সুধোদয়।

ভক্তি স্তুতি নাহি জানি আমি অভাজন।
দাস বলে কৃপাদৃষ্টি রেখ সর্ব্বক্ষণ॥

বৃথা সুখ সম্পদে নাহিক প্রয়োজন।
ভরসা কেবল তোমার যুগল চরণ॥

ধ্রুবের বচন শুনি বলে সারোদ্ধার।
রাজত্ব করহ বর্ষ ছত্রিশ হাজার॥

চরমে শ্রীধ্রুবলোকে করিহ গমন।
এখন রাজত্ব কর সুনীতি নন্দন॥

ধ্রুব বলে ওহে প্রভু করি নিবেদন।
স্মরণ করিব যবে দিও দরশন॥

"তথাস্তু" বলিয়া হরি গমন করিল।
গোলোক ভুবনে গিয়া উপনীত হৈল॥

তারিণী কহিছে ধ্রুব চল নিজ পুরে।
একবার দেখা দাও দুঃখিনী মায়েরে॥

তপস্যান্তে ধ্রুবের নিজালয়ে গমন।

——:০:——

স্বকার্য্য সাধন করি সুনীতি নন্দন।
হর্ষান্তরে নিজপুরে করিল গমন॥

হরি প্রেমানন্দে তার পুলক শরীর।
মধুবন হৈতে ক্রমে হইল বাহির॥

উচ্চৈঃস্বরে হরি গুণ গাহিতে গাহিতে।
প্রবেশ করিল ধ্রুব আপন রাজ্যেতে॥

উত্তান সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হৈল।
ধ্রুবকে আনিতে রথ হস্তী পাঠাইল॥
অগ্রে চলে অগণন পদাতিক ঢালী।
মনোহর অশ্ব পৃষ্ঠে যত মহাবলী॥
ধ্রুবের নিকটে গিযা দিল দরশন।
কর যোড় করি সবে করে নিবেদন॥
রথ লযে মোসবারে রাজা পাঠাইল।
রথে চড়ি ওহে ধ্রুব নিজপুরে চল॥
এবাক্য শ্রবণে ধ্রুব রথারূঢ় হৈল।
পিতার নিকটে গিয়া দরশন দিল॥
পিতাকে প্রণমি শিশু বলেন তখন।
শুন শুন ওহে পিত করি নিবেদন॥
মোর ঘোর তপে হরি দরশন দিয়া।
বর দান কৈল মোরে কোলেতে লইয়া॥
শুনিয়া রাজার মনে আনন্দ বাড়িল।
অন্তঃপুরে গিযা দ্রুত রাণীকে কহিল॥
তপ করি হরিপদ করি দরশন।
নিজালয়ে আসিয়াছে তোমার নন্দন॥
দেখিতে বাসনা যদি কর এইক্ষণে।
আমার সহিত চল ধ্রুবের সদনে॥
শুনি রাণী রাজা সহ আনন্দিত মনে।
উপনীত হৈল দ্রুত ধ্রুব সন্নিধানে॥
জননী দেখিয়া ধ্রুব দণ্ডবৎ কৈল।
বিনয়ে মায়ের কাছে বলিতে লাগিল॥
কঠোর তপস্যা কৈনু গিয়া মধুবন।
কৃপা করি মোরে হরি দিল দরশন॥

শুনিয়া সুনীতি অতি আনন্দিত হৈল।
কোলেতে লইয়া ধ্রুবে জিজ্ঞাসা করিল॥
আমার বচন শুন ওরে বাছাধন।
দেখাইতে পার মোরে শ্রীমধুসূদন॥
মার বাক্য শুনি ধ্রুব বলিল তখন।
দেখাব শ্রীহরি মাগো চল মধুবন॥
শুনি সুনীতির মনে আনন্দ বাড়িল।
পুত্র সহ মধু বনে উপনীত হৈল॥
ধ্রুব বলে কোথায়'লে দীনবন্ধু হরি।
একবার দাসে দেখা দাও কৃপা করি॥
ভক্তাধীন ভক্তমান রক্ষার কারণ।
চারু চতুর্ভুজ রূপে দিল দরশন॥
উনবিংশ চিহ্ন (১) যুক্ত প্রভুর চরণ।
মাতা পুত্র দুইজনে করি দরশন॥
হরি প্রেমানন্দে দোঁহে উন্মত্ত হইল।
হরিপদে শত শত প্রণাম করিল॥
সুনীতি বলেন শুন প্রভু নারায়ণ।
পুত্রের গুণেতে হেরি তোমার চরণ॥
ভগবান বলে ধ্রুব শুন মন দিয়া।
ছত্রিশ হাজার বর্ষ রাজত্ব করিয়া॥
অন্তকালে ধ্রুব লোকে করিহ গমন।
এত বলি গোলোকেতে গেল নারায়ণ॥
সুনীতি সহিত ধ্রুব নিজপুরে গেল।
শুন শুন ভক্তগণ, পরে যাহা হৈল॥

(১) হরি নামামৃতের টীকায় দ্রষ্টব্য।

উত্তান রাজার যিনি সুরুচি রমণী।
ধ্রুবের তপের কথা শুনিলেন তিনি ॥

এক পুত্র ছিল তাঁর উত্তম নামেতে।
তপস্যা করিতে তাঁরে পাঠাল বনেতে ॥

ভীষণ বিপিনে গিয়া তপ আরম্ভিল।
কিছু দিনান্তরে তাঁরে যক্ষে বিনাশিল ॥

বহু দিন গত হৈল উত্তম না এল।
সুরুচি পুত্রের জন্যে বনে প্রবেশিল ॥

সতিনী হিংসন পাপে মৃত্যু হৈল তাঁর।
পরে উত্তান পাদ ধ্রুবে দিয়া রাজ্যভার ॥

বিপিনে তপস্যা করি জীবন ত্যজিল।
হরির কৃপায় রাজা ধ্রুবলোকে গেল ॥

হরি বিনে ত্রিভুবনে অন্য গতি নাই।
তারিণী কহিছে হরি হরি বল ভাই ॥

ধ্রুবের ষড়ত্রিংশ সহস্র বর্ষ রাজত্ব করণ।

——:০:——

রাজত্ব করেন পরে ধ্রুব যশোধন।
তাঁহার যতেক গুণ না যায় বর্ণন ॥

দিনে দিনে বাড়ে ধ্রুব ইন্দুর মতন।
পুত্র তুল্য প্রজাগণে করেন পালন ॥

ব্রাহ্মণ দরিদ্রে সদা করে ধন দান।
ধ্রুবের সমান কেহ নাহি পুণ্যবান।

জীব হিংসা নাহি তাঁর অন্তরে কখন।
সর্ব্ব জীবে সমভাবে করে দরশন॥

শত্রু মিত্র তাঁর কাছে সকলি সমান।
অভিমান শূন্য দেয় পরকে সম্মান॥

ধ্রুবের পালনে প্রজা আনন্দে মগন।
ধ্রুবরাজ্যে হরি ভক্ত হৈল সর্ব্বজন॥

রোগ, শোক, নাহি তথা অকাল মরণ।
নানা মত সুখ সদা ভুঞ্জে প্রজাগণ॥

শিশুমার নামে রাজা ভ্রমি কন্যা তাঁর।
বিবাহ করিল তাঁরে ধ্রুব গুণাধার॥

ভ্রমি গর্ভে জন্মে দুই পুত্র নিরুপম।
কল্প ও বৎসর নামে গুণে ধ্রুব সম॥

ধ্রুবের ছোট রমণী বায়ুর কুমারী।
ইলাবতী নামে সতীরূপা বিদ্যা ধরি॥

তাঁর এক পুত্র হৈল উৎকল নামেতে।
এই তিন পুত্র ধ্রুবের বিখ্যাত জগতে॥

পুত্রগণে করি ধ্রুব স্বরাজ্য প্রদান।
হৃদয় মাঝারে সদা চিন্তে ভগবান॥

ধ্রুবের রাজত্ব কাল পূর্ণ হয়ে এল।
তারিণী কহিছে ধ্রুব ধ্রুবলোকে চল॥

শ্রীধ্রুবের ধ্রুবলোকপ্রাপ্তি।

—:•:—

ক্রমে ছত্রিশ হাজার বর্ষ পূর্ণ হৈল।
স্বর্ণ রথ লয়ে দুই বিষ্ণু দূত এল॥

সুনন্দ ও নন্দ নামে অতি রূপবান।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দোঁহে বিষ্ণুর সমান॥

প্রণমী ধ্রুবের পদে নিবেদন কেল।
স্বর্ণ রথে চড়ি রাজা ধ্রুব লোকে চল॥

আজ্ঞা করেছেন হরি মো সবার প্রতি।
ধ্রুবে লয়ে ধ্রুব লোকে এস শীঘ্রগতি॥

দূতের বচনে ধ্রুবের আনন্দ বাড়িল।
স্ত্রী দ্বয় ও জননী লয়ে রথারূঢ় হৈল॥

মনে মনে চিন্তে ধ্রুব শ্রীহরি চরণ।
হিরণ্ময় রূপ পরে করিল ধারণ॥

সুবর্ণের রথ খানি ঝল মল করে।
ধ্রুব লোকে উড়িয়া চলিল বায়ুভরে॥

শূন্য মার্গে থাকিয়া যতেক দেবগণ।
ধ্রুবের উপরে করে প্রসূন বর্ষণ॥

নর্ত্তকে গাহিছে গীত বাজায়ে মৃদঙ্গ।
যক্ষ রক্ষ সবে পুলকিত অঙ্গ॥

ধ্রুবের যতেক গুণ করিয়া স্মরণ।
হা ধ্রুব! হা ধ্রুব বলে কান্দে প্রজাগণ॥

হরি প্রেমানন্দে ধ্রুব মত্ত সর্ব্বক্ষণ।
ক্রমে ক্রমে ধ্রুব লোকে দিল দরশন॥

ধ্রুবকে হেরিয়া হরি আনন্দ অন্তরে।
সিংহাসনে বসাইল ডানি হস্ত ধরে॥
ভগবান্ বলে শুন, সুনীতি নন্দন।
তোমার সমান ভক্ত নাহি কোন জন॥
তোর ভক্তি ডোরে আমি বাঁধা সর্ব্বক্ষণ
যখন ডাকিবি মোর পাবি দরশন॥
মহা সুখে ধ্রুবলোকে রহ বাছাধন।
জন্ম মৃত্যু ভয় তোর নাহিক কখন॥
এত বলি ভগবান গমন করিল।
গোলোক ভুবনে গিয়া উপনীত হৈল॥
ধ্রুব লোকে রহে সুখে শ্রীধ্রুব রাজন।
তথায় যতেক সুখ না যায় বর্ণন॥
বার মাস সেখানে বসন্ত মূর্ত্তিমান।
দিবা নিশি করে সবে হরি গুণ গান॥
জন্ম মৃত্যু ভয় তথা নাহিক কখন।
সদা নিত্যানন্দময় যত জীবগণ॥
ধ্রুবের চরিত্র যেই ব্রাহ্মণ সভায়।
গায় সুপ্রভাতে স্বায়ং কালে পূর্ণিমায়।
দ্বাদশী ও অমাবস্যা শ্রবণা নক্ষত্রে।
ত্র্যহস্পর্শ ব্যতিপাত আর সংক্রান্তিতে।
কিম্বা রবিবারে শুদ্ধ চিত্তে যেই জন।
শ্রীধ্রুব চরিত্র করে শ্রবণ পঠন॥
তার প্রতি ভগবান সর্ব্বদা সন্তুষ্ট।
ক্রমে নাশ হয় তার সংসারের কষ্ট॥
হরি পদে হয় শুদ্ধ ভক্তির উদয়।
চরম সময় তার সিদ্ধি লাভ হয়॥

ভাগবত বাক্য ইথে নাহিক সংশয়।
চতুর্থ স্কন্ধেতে দেখ দ্বাদশ অধ্যায়॥

হরি হরি বল ভাই নামকর সার।
হরি বিনে ত্রিভুবনে বন্ধু নাহি আর॥

তরিতে এ ভব সিন্ধু থাকে যাঁর মন।
তারিণী কহিছে ভজ শ্রীহরি চরণ॥

শ্রী শ্রীধ্রুব চরিতামৃত সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ চরিতামৃত।

(জয় বিজয়ের অসুররূপে জন্ম গ্রহণ।)

——:০:——

শ্রীজয় বিজয় নামে ভাই দুইজন।
শ্রীবিষ্ণু দ্বারি ছিল বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

একদিন ভৃগু মুনি আনন্দিত মনে।
বিষ্ণু দরশনে গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥

হরি প্রেমে মত্ত মুনি হরষ অন্তরে।
জয় বিজয়েরে বলে দাও দ্বার ছেড়ে॥

শুনি জয় বিজয় মুনিকে রাখি দ্বারে।
অনুমতি জন্যে গেল বিষ্ণুর গোচরে॥

একারণ কিছুক্ষণ বিলম্ব হইল।
মনে মনে ভৃগু মুনি ক্রোধেতে জ্বলিল॥

নির্দ্দয় হইয়া মুনি দিল অভিশাপ।
মহীতে জন্মিয়া দোঁহে ভুঞ্জ গিয়া পাপ॥

শুনি ভয়ে দ্বারি দ্বয় কাঁদিতে কাঁদিতে।
বিষ্ণুর নিকটে গিয়া লাগিল কহিতে॥

পুরে প্রবেশিতে চাহে ভৃগু মুনিবর।
তব আজ্ঞা বিনে প্রভু না ছাড়িনু দ্বার॥

একারণ ভৃগু মুনি ক্রোধিত অন্তরে।
শাপ দিল দোঁহে জন্ম লহ মর্ত্ত্য পুরে॥

শুনি বিষ্ণু বলে জয় বিজয় দু ভাই।
দ্বিজ বাক্য লঙ্ঘিবারে মোর সাধ্য নাই॥

ভৃগু শাপে জন্ম হবে মরত ভুবনে।
একারণ মিছে দুঃখ না ভাবিহ মনে॥

মিত্র ভাবে যদি দোঁহে ভজ হ আমায়।
তবে সপ্ত জন্ম পরে আসিবে হেথায়॥

কিন্তু শত্রুভাবে মোরে ভাবিলে অন্তরে॥
বৈকুণ্ঠে আসিবে দোঁহে তিন জন্ম পরে। (১)
তখনে প্রণাম করি বিষ্ণুর চরণে।
কান্দিয়া চলিল দোঁহে মরত ভুবনে॥

কশ্যপ মুনির পত্নী দিতির উদরে।
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ নাম ধরে॥

জনমিল দুই ভাই শাপের কারণে।
কিন্তু পূর্ব্ব জন্ম কথা সদা ছিল মনে॥

একারণে দুই জনে আনন্দ অন্তরে।
দেব দ্বিজ শ্রীবিষ্ণুর হিংসা করি ফিরে॥

(১) জয় বিজয় ভগবানের সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া তিন জন্মেই উদ্ধার হইয়াছিলেন যথাঃ—(ক) হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, (খ) রাবণ, কুম্ভকর্ণ (গ) শিশুপাল ও দন্তবক্র।

বরাহ মুরতি ধরি প্রভু ভগবান।
বিনাশ করিল হিরণ্যাক্ষের পরাণ ॥

তাহাতে কশিপু দৈত্য ক্রোধিত হইল।
লভিতে অমর বর ঘোর তপ কৈল ॥

কশিপুর তপে তুষ্ট হ'য়ে দেব অজ।
বলে বাছা বর লও ঘোর তপ ত্যজ ॥

দৈত্য বলে "মৃত্যু যেন না হয় আমার।
জলে স্থলে দিবারাত্রে সৃষ্টিতে তোমার ॥"

শুনি ব্রহ্মা সেই বর দিল হর্ষান্তরে।
তবু কশিপুর তাহে সন্দেহ অন্তরে ॥



মহা বৈষ্ণব প্রহ্লাদের জন্ম ও তাঁহার হরি ভক্তি প্রকাশ।



অমর হইতে দৈত্য করি দৃঢ় পণ।
পুনর্ব্বার, কৈল ঘোর, তপ আরম্ভণ ॥

সেই কালে তার ভার্য্যা কায়াধু সুন্দরী।
সুর রাজ হরি তারে নিল সুর পুরী ॥

পঞ্চ মাসের গর্ভবতী আছিল তখন।
ইচ্ছিলেন ইন্দ্র তাঁর নাশিতে জীবন ॥

হেনকালে শুন সবে অপূর্ব্ব কথন।
উপনীত হৈল তথা ব্রহ্মার নন্দন ॥

নারদ বলেন শুন কশ্যপ তনয়।
রমণী বিনাশ করা উপযুক্ত নয় ॥

পঞ্চমাসের গর্ভবতী কয়াধূ সুন্দরী।
না বধিয়া ইঁহাকে পাঠাও নিজপুরী॥

বিশেষ বৃত্তান্ত কহি শুন সাব হিতে।
হরি ভক্ত পুত্র আছে ইঁহার গর্ভেতে॥

বৈষ্ণবের চূড়া মণি জন্ম বিষ্ণু অংশে।
নররূপে অবতীর্ণ হবে দৈত্য বংশে॥

শুনি দেবরাজ অতি বিষাদ অন্তরে।
কয়াধুরে পাঠাইয়া দিল নিজ পুরে॥

ক্রমে কয়াধুর দশমাস পূর্ণ হৈল।
শুভক্ষণে দৈত্য পত্নী পুত্র প্রসবিল॥

প্রথমে জন্মিল পুত্র মনেতে আহ্লাদ।
অতএব তাঁর নাম রাখিল প্রহ্লাদ॥

জন্ম মাত্রে চিন্তে শিশু শ্রীহরি অন্তরে॥
তাঁর হৃদে সদা হরি বাঁধা ভক্তি ডোরে॥
ক্রমে কয়াধুর আর তিন পুত্র হৈল।
সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ নাম রাখিল॥
যখনে শ্রীপ্রহ্লাদের পঞ্চ বর্ষ হৈল।
বিদ্যা শিখাইতে দৈত্য মনেতে ভাবিল।
শুক্রাচার্য্য সুত ষণ্ডা মার্ক দুই ভাই॥
প্রহ্লাদেরে বিদ্যাভ্যাসে দিল তাঁর ঠাঁই॥
শুভ বারে শিশু করে ষণ্ড দিল খড়ি।
কান্দেন প্রহ্লাদ সদা "ক" (১) বরণ হেরি॥

(১) বোধ হয় ভক্ত প্রহ্লাদ ক অক্ষর ময় শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়াই হরি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া রোদন করিয়াছিলেন যথা :—

"ককারে পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।"

ইতি গৌতমী তন্ত্র।

প্রহ্লাদেরে বলে ষণ্ডামার্ক দুই ভাই।
কি জন্যে রোদন কর কহ বাছা তাই ॥
কর যোড়ে শ্রীপ্রহ্লাদ বলেন তখন।
"ক" অক্ষর প্রভুর যে আদ্যাক্ষর হ'ন ॥
শুনি ষণ্ডামার্ক দোঁহে শিরে দেয় হাত।
বলে বিধি ঘটাইল কেমন উৎপাত ॥
যে নাম বলিতে রাজা নিষেধ করেছে।
সেই নাম বলি শিশু রোদন যুড়িছে ॥
পরে ষণ্ডামার্ক দোঁহে সদা সাবহিতে।
প্রহ্লাদে পড়ায় তাঁরা অতি যতনেতে ॥
ক্রমে বেদ পুরাণাদি সকল শিখিল।
উচ্চৈঃস্বরে বলে সদা হরি হরি বল ॥
গুরু যদি কোন স্থানে করেন গমন।
অন্যান্য ছাত্রকে কহে প্রহ্লাদ তখন ॥
কি কর হে ভ্রাতৃগণ ! মিছে দিন গেল।
অন্তিমে তরিবে যদি হরি হরি বল ॥
হরি বিনে ত্রিভুবনে বন্ধু কেহ নাই।
অন্য চিন্তা পরি হরি হরি বল ভাই ॥
কৃতান্ত কিঙ্কর যবে করিবে বন্ধন।
হরি বিনে কে রক্ষিবে বলহে তখন ॥
অতএব লও সবে হরি পদাশ্রয়।
কভু না রহিবে আর জন্ম মৃত্যু ভয় ॥
নিত্য নিত্য শ্রীপ্রহ্লাদ সঙ্গিগণ সঙ্গে।
এইরূপে হরি কথা কহে মনো রঙ্গে ॥
পরে এক দিন ষণ্ডামার্ক নাহি ঘরে।
অন্য অন্য ছাত্রগণে কহে প্রহ্লাদেরে ॥

না শুন গুরুর বাণী পিতাকে না মান।
রসনায় বৃথা হরি নাম বল কেন ॥
কালী কিম্বা শিব দুর্গা যাঁরে ইচ্ছা হয়।
ছাড়িয়া হরির নাম ভজহ তাঁহায় ॥
প্রহ্লাদ বলেন আমি না ভজিব আন।
জীবন মরণে মোর প্রভু ভগবান ॥
শিব শিবা আদি যত দেব দেবীগণ।
একমাত্র হরি হৈতে সকলে উৎপন্ন ॥
শ্রীহরির উপাসনা করিলে শ্রদ্ধায়।
তাহাতেই সর্ব্বদেবের উপাসনা হয় ॥
অতএব ভগবান সকলের আদি।
তাঁর পাদপদ্ম আমি ভজি নিরবধি ॥ (১)
হরি হরি বল ভাই কুতর্ক ছাড়িয়া।
ধন্য হরি নাম জীব নিস্তার লাগিয়া ॥
"সর্ব্ব ভূত ময়ো হরিঃ" এই ভূমণ্ডলে।
নানারূপ ধরে মাত্র লীলা খেলা ছলে ॥
অসার সংসারে কেহ কার বন্ধু নয়।
জীবনান্ত হৈলে হয় সম্বন্ধ বিলয় ॥
দিবসেতে জীবগণে ভাবে মনে মন।
মোর ভার্য্যা মোর পুত্র এ ধন কাঞ্চন ॥
নিদ্রার সময় যেন তাহা ভুলি যায়।
সেইরূপ এ সংসার জানিবে নিশ্চয় ॥
শ্রীহরির গুণ ভাই জ্ঞানের অতীত।
যথা সাধ্য কহিলাম মাহাত্ম্য কিঞ্চিত ॥

(১) শ্রীহরি ভজন মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ মৎ সংগৃহীত "শ্রীশ্রীহরি নামামৃত" গ্রন্থে দেখুন।

প্রহ্লাদের মুখে শুনি মধুর বচন।
হরিবলে বাহুতুলে নাচে ছাত্রগণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে পশিল হরিধ্বনি।
এক দিন চিন্তিলেন দৈত্য নৃপমণি॥
"কেমনে শিখায় বিদ্যা মোর প্রহ্লাদেরে।"
এক দূত পাঠাইল বার্ত্তা জানিবারে॥
প্রহ্লাদের কাছে দূত উপনীত হৈল।
হরি বলে নাচে শিশু দেখিতে পাইল॥
দূত আসি দৈত্যরাজে বার্ত্তা জানাইল।
ক্রোধে রাজা প্রহ্লাদেরে ডাকিয়া আনিল॥
কশিপু বলেন পুত্র শুনহ বচন।
আমার পরম অরি শ্রীমধুসূদন॥
নিরন্তর তুমি কেন গাও তাঁর গুণ।
ষণ্ডামার্ক মুনি বাক্য কেন নাহি শুন॥

পিতার প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ।

—:০:—

পিতার বচন, করিয়া শ্রবণ,
প্রহ্লাদ যুড়িয়া কর।
শ্রীহরি চরণ, চিন্তি মনে মন,
বলে শুন নৃপবর॥
মায়ায় মোহিত, হইয়াছ পিত,
সদা মত্ত তমোগুণে।

পাপ কর্ম্মে রত, আছহ সতত,
নাহি চিন্ত ভগবানে ॥
শুনে দুঃখে মরি, সে তোমার অরি,
যিনি সকলের বন্ধু।
কত গুণ তাঁর, জীবে বুঝা ভার,
অপার করুণা সিন্ধু ॥
তাঁরে না চিন্তিয়া, রয়েছ মজিয়া,
ধন মদে হয়ে মত্ত।
নাহি তত্ত্ব জ্ঞান, অজ্ঞান সমান,
ভুলিয়াছ সার তত্ত্ব ॥
যে দিনে জীবন, হইবে পতন,
এ ধন কি সঙ্গে যাবে।
পুত্র পরিবার, কেহ নহে কার,
সকল পড়িয়া রবে ॥
এ দেহ ফেলিয়া, যাইবে চলিয়া,
দেহের মালিক যিনি।
পঞ্চ ভূত সহ, লয় হবে দেহ,
রবেনা কিছু তখনি ॥
অতএব পিতা, ভজ সেই ত্রাতা,
পাবে মুক্তি মহাধন।
জনম মরণ, হবে না কখন,
চিন্ত হরি শ্রীচরণ ॥
শুনি মহারাজা, হয়ে মহাতেজা,
করি দন্ত করমড়।

বলে কু সন্তান, শুনহ বচন,
ভজ কালী কিম্বা হর ॥
শুনি শিশুকয়, যিনি বিশ্বময়,
হরি সর্ব্ব দেবেশ্বর।
ব্রহ্মা শিবা শিবে, যাঁর পদ সেবে,
ধ্যান যোগে নিরন্তর ॥
তাঁহার চরণ, করিব ভজন,
জনম জনমান্তরে।
দিবা বিভাবরী, তাঁর নাম স্মরি,
ভাসি প্রেমানন্দনীরে ॥
শুনি হরিধ্বনি, মনে শঙ্কাগণি,
শমন পলায়ে যাবে।
শ্রীহরি স্মরণে, কি ভয় মরণে,
জন্ম মৃত্যু সম ভবে ॥
করিব সাধন, যায় যদি প্রাণ,
তবু না ভুলিব তাঁরে।
ভব পারাবার, হরি বিনে আর,
কে বল উদ্ধার করে ॥
শুনি ক্রোধ মনে, কশিপু তখনে,
আজ্ঞা দিল দূতগণে।
অস্ত্রের প্রহার, করিয়া সত্বর,
প্রহ্লাদেরে বধ প্রাণে ॥
কহিছে তারিণী, শুন নৃপমণি,
হরি ভক্ত যেই জন।
কার সাধ্য তাঁরে, বিনাশিতে পারে,
যাঁর ভয়ে ভীত শমন ॥

হিরণ্য কশিপু কর্ত্তৃক প্রহ্লাদকে যন্ত্রণা প্রদান ও তাহা হইতে প্রহ্লাদের প্রাণ রক্ষা।

—:·:—

হিরণ্য কশিপু বলে শুন দৈত্যগণ।
অস্ত্রাঘাতে প্রহ্লাদের নাশহ জীবন॥
কশিপুর আজ্ঞা পেয়ে মিলি দৈত্য যত।
প্রহ্লাদেরে অস্ত্র প্রহারিল নানা মত॥
তাহাতে না মৈল যদি ভক্ত চূড়া মণি।
দৈত্যগণ প্রতি কহে কশিপু তখনি॥
মাটিতে খোদিয়া গর্ত্ত তাহার ভিতর।
ঢেকে রেখে প্রহ্লাদের প্রাণ নাশ কর॥
আজ্ঞা মাত্র দৈত্য গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া।
তন্মধ্যে শ্রীপ্রহ্লাদেরে রাখিল পুতিযা॥
তাহাতেও প্রহ্লাদে রক্ষিল চক্রপাণি।
হেরি যত দৈত্যগণে কহে নৃপমণি॥
করির চরণাঘাতে বধ প্রহ্লাদেরে।
শুনি দৈত্য হস্তী পদতলে ফেলে তাঁরে॥
তাহাতে না মৈল যদি কায়াধূ নন্দন।
ভুজঙ্গে দংশিতে আজ্ঞা করিল রাজন॥
রাজাজ্ঞায় ফণিদ্বারা দংশন করাইল।
কিন্তু হরি নাম পানে প্রহ্লাদ বাঁচিল॥
হেরি দৈত্য পতি কহে ক্রোধিত হইযা।
দুরন্ত বালকে নাশ বিষ খাওয়াইযা॥

শুনি যত দৈত্যগণে ধরি প্রহ্লাদেরে।
গরল ঢালিয়া দিল মুখের ভিতরে ॥

ভগবান যাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন হন।
গরল তাঁহার কাছে অমৃত সমান ॥ (১)

হরি নামামৃত যোগে বিষামৃত হৈল।
বিষ পান করি শিশু নৃত্য আরম্ভিল ॥

হেরি দৈত্য ক্রোধে বলে প্রহ্লাদে লইয়া।
গিরি শৃঙ্গ হৈতে নিম্নে দেও ফেলাইয়া ॥

শুনি যত দৈত্যগণে প্রহ্লাদে ধরিয়া।
শৈল শৃঙ্গ হৈতে নিম্নে দিল ফেলাইয়া ॥

তাহাতে না মৈল যদি প্রহ্লাদ তখন।
দৈত্যগণ প্রতি আজ্ঞা করিল রাজন ॥

অগ্নি কুণ্ড প্রজ্বলিত করি এইক্ষণ।
তাহে ফেলি প্রহ্লাদের বধহ জীবন ॥

শুনি যত দৈত্যগণ মিলিত হইল।
লক্ষ লক্ষ বোঝা কাষ্ঠ আনিতে লাগিল ॥

পর্ব্বত সমান করি কাষ্ঠ সাজাইল।
লক্ষ লক্ষ মন ঘৃত তাহাতে ঢালিল ॥

তার মধ্যে রাখিয়া শ্রীপ্রহ্লাদে তখন।
অস্ত্র হাতে চারি ভিতে রহে দৈত্যগণ ॥

একেবারে চারি ধারে অগ্নি জ্বালাইল।
অনলের কণা গিয়া গগণ স্পর্শিল ॥

ভক্ত বলি বহ্নি প্রহ্লাদেরে কোলে নিল।
অতি সুশীতল হ'য়ে শরীরে লাগিল ॥

(১) অরি মিত্রং বিষং পথ্যং সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে।

অম্বর অঙ্গনে থাকি যত দেবগণ।
প্রহ্লাদ উপরে কৈল প্রসূন বর্ষণ॥
হরি হরি বলি শিশু নাচে হর্ষ ভরে।
অগ্নি হৈতে হরি রক্ষা কৈল প্রহ্লাদেরে॥
বহ্নিতে না মৈল যদি প্রহ্লাদ তখন।
সমুদ্রে ফেলিতে আজ্ঞা করিল রাজন॥
শুনি দৈত্য প্রহ্লাদের হাত পা বাঁধিয়া।
সমুদ্রে ফেলিল এক শীলা বুকে দিয়া॥
সাগরে পড়িয়া শিশু হরি হরি বলে।
সোলার সমান ভাসে জলের হিল্লোলে।
উঠিয়া প্রহ্লাদ পরে পুরে প্রবেশিল।
পুত্র হেরি দৈত্য পতি ক্রোধিত হইল॥
সম্বর অসুরে ডাকি আনি নিজালয়।
কহিলেন প্রহ্লাদেরে ভুলাহ মায়ায়॥
দৈত্য রাজ বাক্য শুনি প্রহ্লাদে তখন।
করিলেন কত শত মায়া প্রকাশন॥
তখনও ভক্ত প্রহ্লাদ মুদিয়া লোচন।
হৃদয় কমলে চিন্তে হরির চরণ॥
যে জন হরির ভক্ত মায়া নাহি তাঁর।
ভগবান সুদর্শন করিয়া বিস্তার॥
যত মায়া করেছিল সম্বর অসুর।
একেবারে তাব মায়া হ'যে গেল চূর॥
মায়াতে না মৈল যদি প্রহ্লাদ তখন।
কশিপু প্রহ্লাদে কৈল ক্রোড়েতে ধারণ॥
পুত্র মুখে চুম্ব দিয়া জিজ্ঞাসা করিল।
কহ বাপ এ বিপদে কে তোরে রক্ষিল॥

প্রহ্লাদ কহেন কেবা রক্ষিবে আমায়।
ভবের কাণ্ডারী বিনে হরি দয়াময় ॥
দৈত্য বলে কহ বাছা কোথা তোর হরি
শিশু বলে পিত স্তম্ভ মধ্যেতে মুরারী ॥
তারিণী কহিছে ভক্ত বাক্য মিথ্যা নয়।
নর সিংহরূপে হরি স্তম্ভেতে উদয় ॥

হিরণ্য কশিপু বধ ও প্রহ্লাদের বিষ্ণু লোক প্রাপ্তি।

—:০:—

ক্রোধে বলে দৈত্যবর, দেখি স্তম্ভের ভিতর,
কি প্রকারে আছে মোর অরি।
প্রহ্লাদ কাঁদিয়া কয়, কোথা হরি দয়াময়,
মোর বাক্য রাখহে মুরারি ॥
ভক্তাধীন ভগবান, রাখিতে ভক্তের মান,
হরি হৈল স্তম্ভে অধিষ্টান।
দৈত্য সেই স্তম্ভ ধরে, ভূতলে আছার মেরে
ক্রোধ ভরে করিল দুই খান ॥
স্তম্ভ মধ্য হেতে হরি, নর সিংহরূপ ধরি,
ধরা পরে হেল সুপ্রকাশ।
নাভি স্থলাবধি নর, তদুর্দ্ধে সিংহ আকার,
ভয়ঙ্কর যুড়িল আকাশ ॥
দু'আঁখি অরুণ প্রায়, শিরে জটা শোভা পায়,
লোল জিহ্বা বিকট বদন।

অতি দীর্ঘ পদদ্বয়, অস্ত্র তুল্য নখ তায়,
দন্তে কম্পবান ত্রিভুবন ॥
চরণে নূপুর বাজে, কটিতে কিঙ্কিনী সাজে,
বজ্র তুল্য গর্জ্জে সুভীষণ।
হেরিয়া নৃসিংহ রঙ্গ, পশ্বাদি নর-পতঙ্গ,
মহাভয় কাঁপে ঘন ঘন ॥
যেন মহা পরলয়, ব্রহ্মাদি কাঁপয়ে ভয়,
কারো মুখে স্ফুরেনা বচন।
তারিণী চরণ কয়, রেখ মোরে রাঙ্গাপায়,
দয়াময় শ্রীমধুসূদন ॥

অকস্মাৎ হেরি দৈত্য ভয়ঙ্কর রিপু।
মহা ভয়ে থর থর কাঁপেন কশিপু ॥
চীৎকার করিয়া দৈত্য ডাকে ঘন ঘন।
ঘোর দায়, প্রাণ যায়, কোথা সৈন্যগণ ॥
শুনি যত দৈত্যগণ ধায় ক্রোধ ভরে।
শেল, শূল, মূষল মুদ্গার ল'য়ে করে ॥
বহু অস্ত্র প্রহারিল নৃসিংহের গায়।
শ্রী অঙ্গে লাগিয়া তাহা চূর্ণ হ'য়ে যায় ॥
দেখিয়া দৈত্যের সৈন্য পলাইয়া গেল।
মহা ভয়, দৈত্যরায়, কাঁপিতে লাগিল ॥
জলে স্থলে, দিবা রাত্রি, ব্রহ্মার সৃষ্টিতে।
না হবে দৈত্যের মৃত্যু জানিয়া মনেতে ॥
সন্ধ্যাকালে ভগবান ধরি দৈত্যবরে।
স্থাপন করিয়া তারে নিজ উরু পরে ॥
বক্ষে বশাইয়া নখ দন্ত সুবিশাল।
পেট চিরে, দৈত্যবরে, দ্বিখণ্ড করিল ॥

শ্রীহরির করে দৈত্য ত্যজিয়া জীবন।
দিব্যরথে চড়িগেল বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
কশিপুর মরণেতে সুখী সুরগণ।
নৃসিংহ উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥
কর যোড়ে স্তব করে যত দেবগণ।
জয় জয় জগদীশ শ্রীমধুসূদন॥
নর সিংহ দিতি সুতে করিয়া সংহার।
মহা ক্রোধে লম্ফ দিয়া ছাড়ে হুহুঙ্কার॥
ভীষণ নৃসিংহরূপ হেরি দেবগণ।
ভয়ে কম্পবান সবে হৈল অচেতন॥
ইন্দ্র বলে প্রজাপতি আজি বড় দায়।
নৃসিংহে শান্তনা কর নহে সৃষ্টি যায়॥
ইন্দ্রের বচন শুনি দেব প্রজা পতি।
কাঁদিয়া কহিল তিনি কমলার প্রতি॥
মাগো এ বিপদে শান্ত কর নৃসিংহেরে।
লক্ষ্মী বলে সাধ্য নাই যাহ বাছা ফিরে॥
লক্ষ্মীর বচনে ব্রহ্মা ত্রাসিত হইল।
প্রহ্লাদের কাছে গিয়া কহিতে লাগিল॥
নৃসিংহের কাছে যেতে সাধ্য নাহি কার।
এ মহা বিপদে বাছা তুমি রক্ষা কর॥
ব্রহ্মার বচন শুনি প্রহ্লাদ তখন।
নৃসিংহের কাছে গিয়া দিল দরশন॥
বৎসকে যেমন স্নেহ করে ধেনুগণ।
ততোধিক স্নেহ ভক্তে করে জনার্দ্দন॥
স্নেহে প্রভু প্রহ্লাদেরে লাগিলা চাটিতে।
সবিনয় দৈত্য সুত কহে যোড় হাতে॥

তব মূর্ত্তি হেরি প্রভু ভীত দেবগণ।
এ মূরতি, লক্ষ্মী পতি, কর সম্বরণ॥
নর সিংহরূপ হরি ত্যজিয়া তখন।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি দিল দরশন॥
প্রহ্লাদের প্রতি হরি সদয় হইল।
সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য সমর্পিল॥
ভগবান বলে শুন, দৈত্যের নন্দন।
কোন বর চাহ তুমি কহ বাছাধন॥
শ্রীহরি চরণে যেই সঁপিয়াছে মন।
সুখ দুঃখ সম তার বৃথা রাজ্য ধন॥
প্রহ্লাদ বলেন শুন হরি দয়াময়।
অনিত্য রাজ্যেতে কেন ভুলাহ আমায়।
বর লভি প্রভু মোর নাহি প্রযোজন।
মায়া ময় এ সংসার বৃথা রাজ্য ধন॥
আমার মনেতে প্রভু এই আকিঞ্চন।
সদা যেন করি তব নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
তথাস্তু বলিয়া হরি হরষিত মনে।
উপনীত হৈল দ্রুত নিজ নিকেতনে॥
প্রহ্লাদ হইল রাজা পৃথিবী ভিতর।
তাঁর সুপালনে প্রজা সুখী নিরন্তর॥
প্রহ্লাদের রাজ্যে স্ত্রী পুরুষ যত জন।
সকলেই মহা ভক্ত কৃষ্ণ পরায়ণ॥
জরা মৃত্যু আদি তথা নাহি রোগ শোক
প্রজাগণ নানা মত করে সুখ ভোগ॥
প্রহ্লাদের এক পুত্র বিরোচন নাম।
পরম বৈষ্ণব সেই অতি গুণ ধাম॥

বহু দিন শ্রীপ্রহ্লাদ রাজত্ব করিল।
তদন্তরে বিরোচনে রাজ্য ভার দিল॥

দিবা নিশি শ্রীপ্রহ্লাদ হরি গুণ গায়।
ক্রমে উপনীত তাঁর চরম সময়॥

প্রহ্লাদে লইতে হরি রথ পাঠাইল।
রথে চড়ি দৈত্য সুত বিষ্ণু লোকে গেল॥

জন্ম মৃত্যু প্রহ্লাদের নাহি কোন ভয়।
হরি সন্নিধানে রহে আনন্দ হৃদয়॥

প্রহ্লাদ চরিতামৃত শুনে যেই জন।
চরমেতে পায় সেই শ্রীহরি চরণ॥

হরি বলে, বাহু তুলে, নাচ ভক্তগণ।
নাম পানে যাবে ক্ষুধা জুড়াবে জীবন॥

প্রহ্লাদ চরিতামৃত সম্পূর্ণ হইল।
তারিণী কহিছে ভাই হরি হরি বল॥

শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ চরিতামৃত সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীজড় ভরত-চরিতামৃত।

—:০:—

সায়ম্ভুব মনুর নন্দন প্রিয়ব্রত।
মহারাজ শ্রীঅগ্নিধ্র হন তাঁর সুত॥

অগ্নিধ্রের পুত্র হ'ন শ্রীনাভি রাজন।
ঋষভ নামেতে তাঁর পুত্র একজন॥

ঋষভের পত্নী হ'ন জয়ন্তী নামেতে।
ভরত তাঁহার পুত্র বিখ্যাত জগতে॥
"অদ্যাপিও ভরতের নাম অনুসারে।
"ভারত বরষ' কহে এ বঙ্গ দেশে রে॥"
পঞ্চ জনি নামে পত্নী ভরত রাজার।
ক্রমে জনমিল পঞ্চ নন্দন তাঁহার॥
পঞ্চ পুত্রে রাজ্য ভার করি সমর্পণ।
তপস্যা করিতে রাজা প্রবেশিল বন॥
বহু দিন ভজে হরি বিপিন মাঝারে।
শুন শুন, ভক্তগণ, কহি অতঃপরে॥
বনেতে গর্ভিনী এক হরিণী আছিল।
বারি পান হেতু মৃগী নদীতে নামিল।
অদূরে বিপিনে পশু রাজ একজন।
চীৎকার করিল সেই শুনিতে ভীষণ॥
শুনিয়া হরিণী ভয়ে লম্ফ দান কৈল।
বেগ ভরে তাহার সে গর্ভপাত হৈল॥
জন্মিয়া হরিণী সুত নদীতে পড়িল।
দুর্ভাগিনী মাতা তার জীবন ত্যজিল॥
এ ঘটনা হেরিয়া শ্রীভরত রাজন।
নিজাশ্রমে আনিলেন হরিণী-নন্দন॥
পুত্রের সমান তারে পালে বহুদিন।
ক্রমে ক্রমে ভরতের আয়ু হৈল হীন॥
কথা বলিবার আর শক্তি না রহিল।
হেরিয়া হরিণী সুত রোদন যুড়িল॥
হরিণের জন্য রাজার দুঃখিত হৃদয়!
ব্যাকুল হলেন তিনি হরিণ-মায়ায়॥"

তখনে সে মহারাজ জীবন ত্যজিল।
মৃগ মায়া হেতু মৃগী গর্ভেতে জন্মিল॥
কিন্তু পূর্ব্ব জন্ম কথা আছিল স্মরণ।
হরি পদ বিনে চিন্তা না করে কখন॥
শুষ্ক তৃণ বৃক্ষ পত্র বনে যাহা পেত।
জীবন রক্ষার জন্য তাহাই খাইত॥
হেন মতে মৃগ জন্ম গত হ'য়ে গেল।
পরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে জনমিল॥
পূর্ব্ব জন্ম কথা তার আছিল স্মরণ।
একারণ বাক্ শক্তি করিয়া বর্জ্জন॥
অন্তর মাঝারে সদা চিন্তে ঘনশ্যাম।
"মূক" ব'লে হৈল তাঁর জড় ভরত নাম॥
ভরতের ভ্রাতা ও ভ্রাতার বধূগণ।
সর্ব্বদা করিত তারা ভরতে হিংসন॥
সকলের ভোজনান্তে উচ্ছিষ্টান্ন যত।
আহার করিতে তাহা ভরতেরে দিত॥
এইরূপে নিত্য জড় বহু কষ্ট পায়।
তবু একদিন কোন কথা নাহি কয়॥
মনে মনে চিন্তে সদা শ্রীহরি চরণ।
কিছু দিনান্তরে তাঁর অন্য ভ্রাতাগণ॥
ক্ষেত্রে কার্য্য করিবারে দিল ভরতেরে।
কৃষি কর্ম্ম করে জড় হরিষ অন্তরে॥
হেন কালে শুন সবে অপূর্ব্ব কথন।
কোন স্থানে কালী পূজা করে চোরগণ॥
নর বলি দিতে তারা তারার সদন।
মনুষ্যের জন্য সদা করিছে ভ্রমণ॥

হেন কালে এক ক্ষেত্রে ভরতে দেখিল।
পরিচয় জিজ্ঞাসিল কিছু না বলিল॥

"মূক" জ্ঞান করি তাঁরে যত চোরগণ।
নর বলি দিতে নিল কালীর সদন॥

স্নান করাইয়া জড়ে বস্ত্র পরাইল।
বলি দিবে বলে চোর হস্তে অসি লৈল॥

চোর কর হৈতে কালী সেই অসি লৈয়া।
তস্কর গণের শির ছেদন করিয়া॥

ভরতের প্রতি কালী বলিল তখন।
চিন্তা নাহি যাহ বাছা নিজ নিকেতন॥

হরি ভক্ত তুমি তাই ব্যক্ত ত্রিসংসার।
তোরে বলি দিতে পারে হেন সাধ্য কার॥

দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, নর।
হরি ভক্ত জনেরে সকলে করে ডর॥

ব্রহ্মা হৈতে ত্রিসংসারে তৃণাদি পর্য্যন্ত।
হরি ভক্ত সন্নিধানে সবেই বিনীত॥

কালীর বচনে জড় আনন্দ হৃদয়।
প্রণমি কালীর পদে হলেন বিদায়॥

হৃদয়ে চিন্তিয়া হরি চরণ কমল।
পুনর্ব্বার ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে লাগিল॥

তারিণী কহিছে শুন যত ভক্তগণ।
রহুগণ নৃপতির বৃত্তান্ত কথন॥

রহুগণ রাজার প্রতি জড় ভরতের তত্ত্ব জ্ঞান প্রদান।

—:০:—

রহুগণ নামে এক রাজার কুমার।
পুত্রগণে সমর্পণ করি রাজ্য ভার ॥
শিবিকা-রোহণে রাজা তপস্থায় যায়
শুনহ অপূর্ব্ব কথা এমন সময় ॥
সেই শিবিকার যে বাহক একজন।
বিধির নির্ব্বন্ধে তার হইল মরণ ॥
পরেতে বাহক জন্যে রাজা রহুগণ
অন্বেষিতে ভরতের পাইল দর্শন ॥
রাজা বলে ভরতেরে তুমি কোনজন
উত্তর না দিল কিছু ভরত তখন ॥
ক্রমে ক্রমে নানা কথা জিজ্ঞাসে রাজন।
কিন্তু জড় বাক্য না বলিল কদাচন ॥
পরে রাজা কহিল শুনহ বাহকগণ।
লহ এরে শিবিকা বহিবে এই জন ॥
রাজার আজ্ঞায় ভরতেরে ধরে নিল।
শিবিকা বহিতে তারা নিযুক্ত করিল ॥
ভগবানের শ্রীপদে যে সঁপিয়াছে মন।
সুখে হৃষ্ট, দুঃখেদুঃখী, নহে সেইজন ॥
মান অপমান তার উভয় সমান।
অভিমান ত্যজি দেয় পরকে সম্মান ॥
হৃষ্ট মনে করে জড় শিবিকা বহন।
যেতে পথে পিপীলিকা কৈল দরশন ॥

সর্ব্ব জীবে ভগবান আছে অধিষ্ঠান।
জানিয়া তখন সে ভরত মতিমান ॥
"পদাঘাতে পিপীলিকার হইবে মরণ।
একারণ লম্ফ দান করিল তখন ॥
ক্লেশ পেয়ে রাজা পরিহাস কৈল।
সময় পাইয়া জড় কহিতে লাগিল ॥
শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন।
কি কারণে কোন স্থানে করিছ গমন ॥
রক্ষগণ বলে বাছা করহ শ্রবণ।
তপস্যা করিতে বনে করেছি গমন ॥
ভরত কহিল শুনি রাজার বচন।
রাজা মোরে তিরস্কার কৈলা কি কারণ ॥
অভিমানে করেছ শিবিকা আরোহণ।
ইথে না করিবে দয়া শ্রীমধুসূদন ॥
দীনাত্মা না হ'লে তাঁর কৃপা নাহি হয়।
সর্ব্ব জীবে সমভাবে দেখিবারে হয় ॥
জগতের জীব যিনি করেছেন সৃজন।
শত্রু মিত্র সম জ্ঞান তাঁহার সদন ॥
ওহে রাজা তুমি কেন মোরে হিংসা কর।
মজিয়া অনিত্য সুখে হ'য়েছ বর্ব্বর ॥
ভরতের বাক্যেতে রাজার জ্ঞান হৈল।
অমনি শিবিকা ত্যজি ভূমিতে নামিল ॥
ভরতের পায় পড়ি করিয়া রোদন।
কহিল কেমনে পাব শ্রীমধুসূদন ॥
ভরত বলিল রাজা করহ শ্রবণ।
দুর্ল্লভ শ্রীহরি সকলের লভ্য নন ॥

যদি রাজা তপে তব ঐকান্তিক মন।
ফেলে দাও অঙ্গ হৈতে রাজ আভরণ ॥
দীনাত্মা হইয়া তুমি বন মাঝে যাও।
অন্ন ত্যজি ফল মূল বৃক্ষ পত্র খাও ॥
মোহ ত্যজি ভজ রাজা শ্রীহরি চরণ।
তবেই করিবে দয়া শ্রীমধুসূদন ॥
ভরতের বাক্য শুনি রাজা রহুগণ।
অঙ্গ হৈতে ফেলাইল যত আভরণ ॥
তৃণাপেক্ষা নীচ হ'য়ে বনে প্রবেশিল।
এক মনে শ্রীহরির ধ্যান আরম্ভিল ॥
পরে সে জড় ভরত কিছু দিনান্তরে।
দেহ ত্যজি গেল সেই গোলোক নগরে ॥
তপস্যায় তনু ত্যজি রহুগণ রায়।
গোলোক ভুবনে গেল হরির কৃপায় ॥
"শ্রী" হরি চরণ মন করহ আশ্রয়।
"তা" হলে রবেনা কভু রবি সুত ভয় ॥
"রি" পু জয় হবে কর শ্রীহরি স্মরণ।
"নী" তি কথা এই সত্য কহে মহাজন ॥
"চ" ন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র বহ্নি বরুণ পবন।
"র" ক্ষা কর্ত্তা হরি পদে নত সর্ব্বক্ষণ ॥
"ন" হিলে কি এত কৃপা করেন শ্রীহরি।
"হা" য় মোরা বৃথা কেন নর দেহ ধরি ॥
"ল" ক্ষ্মী সরস্বতী যাঁর যুগল চরণ।
"দা" সী হ'য়ে প্রেমে সেবা করে সর্ব্বক্ষণ ॥
"র" সনায় বল মন সেই হরি নাম।
"স্বা" ধন করিলে পূর্ণ হবে মনস্কাম ॥

"কি" কারণ ওহে মন মজেছ মায়ায়।
"ন" ন্দ সুত শ্রীচরণ ভজনা হৃদয়॥

"কো" থা রবে পুত্র কন্যা কামিনী কাঞ্চন।
"দা" রুণ কৃতান্ত যবে করিবে বন্ধন॥

"স" ও সদা হরি নাম বিরলে বসিয়া।
"ধ" ন কুল রূপ বিদ্যাভিমান ত্যজিয়া॥

"আর" কেন বন্ধুগণ মায়ায় থাক ভুলে।
উচ্চৈস্বরে হরি বল দুই বাহু তুলে॥

"আরাধনা নাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি। তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥
অর্চ্চয়িত্বাতু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
নস ভাগবতোজ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

শ্রীশ্রীধ্রুব প্রহ্লাদ ও জড় ভরত চরিতামৃত সম্পূর্ণ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রার্পণ মস্তু।

ওঁ তৎ সৎ।

সমাপ্ত।

বহুবিধ ভক্তিগ্রন্থের প্রমাণ ও টীকাসহিত

"শ্রীশ্রীহরিনামামৃত।"

সুলভ মূল্য ১৷০ স্থলে ৷।৵০ দশআনা ডাঃ মাঃ ভিঃ পিঃ ৵০ ন আনা।

আজ পর্য্যন্ত এরূপ নূতন ধরণের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য, ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, ভক্তিরত্নাকর, ভক্তমালগ্রন্থ, উপাসনাচন্দ্রামৃত, পদ্যাবলী, নারদপঞ্চরাত্র, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীমদ্ভাগবতাদি বিবিধ পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, গীতা, সংহিতা ও গোস্বামী প্রভুগণের নানাবিধ ভক্তিগ্রন্থের প্রমাণাদি সহিত কোন শ্রীগ্রন্থই প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে ...গণের হরিনাম প্রচার, নাম-নামী অভেদ, দশপ্রকার নামাপরাধের লক্ষণ, ... পৃথকরূপে দশবিধ নামাপরাধ বিচার, হরিনামের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি, ... মাহাত্ম্য, হরিনামস্মরণ মাহাত্ম্য, কীর্ত্তন মাহাত্ম্য, কীর্ত্তন কাহাকে কহে ও ...প হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হয়, হরিনাম শ্রবণ মহাত্ম্য, হরিনাম জপ ...ত্ম্য, শ্রীশ্রীহরিভজন মাহাত্ম্য, এতদ্ব্যতিত অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের ...মাংসা ও প্রসঙ্গ ক্রমে (স্থান বিশেষে) অজামিল ব্রাহ্মণের উদ্ধার, হরিদাস ...রর কৃপায় বেশ্যা উদ্ধার, বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি, শ্রীনারদের ...বত্ত, মহাপাপী জগাই মাধাই উদ্ধার প্রভৃতি সুমধুর উপাখ্যান বর্ণিত ...ছে। যাঁহারা বহুবিধ ভক্তিশাস্ত্রের সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া মনের ভ্রম দূর ...ত চাহেন, সুদুর্লভ মানবজীবনের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট না করিয়া তাঁহারা ...নি হরিনামামৃত পাঠ করুন; মরুভূমি তুল্য মহা পাষণ্ডের হৃদয় ও ভক্তি-প্লাবিত হইবে।

হরিনামামৃত পাঠ করিতে যাঁহার অভিরুচি না হয় তিনি অনর্থক আমাকে পত্র লিখিয়া সাধু উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত শ্রীহরিনামামৃতের বিক্রয় লব্ধ অর্থের অপচয় করিবেন না।

হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান মুখপত্র "বঙ্গবাসী" বলেন "বহুবিধ পুরাণ এবং সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে হরিনামতত্ত্ব বিষয় নানারূপ শ্লোক ও কবিতা এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে ভক্তের নিকট এমন ভক্তি গ্রন্থের আদর হইবারই কথা।"

সুপ্রসিদ্ধ "হিন্দুসখা বলেন ঃ—

"শ্রীশ্রীহরিনামামৃতের রচয়িতা শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ হালদার আমাদিগের অপরিচিত হইলেও, বেশ বুঝিয়াছি যে, তিনি একজন পরিশ্রমী লেখক; যেরূপ শাস্ত্রীয় শ্লোকাদি সংগ্রহ করিয়া তিনি কীর্ত্তনতত্ত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বৈষ্ণব-সমাজ হরিনামামৃতের আদর করুন ইহাই প্রার্থনা।"

'সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ' 'গুরুগীতা' ও 'জীবেদয়া' প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ভক্তি বিশারদ মহোদয় বলেন ঃ—

"আপনার সংগৃহীত "শ্রীশ্রীহরিনামামৃত" পাঠে বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি আপনি ঐ পুস্তকখানি সংগ্রহ করিতে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন সাধক সম্প্রদায় এখনও এরূপ কোন উপযুক্ততা লাভ করিতে পারেন নাই যে তদ্বারা আপনার ঐ মহৎ কার্য্যের সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন।"

স্থানাভাবে অন্যান্য সংবাদ পত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্যসেবী ভক্তগণের মতামত প্রকাশ করা গেল না।

২। "শ্রীশ্রীধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিতামৃত" মূল্য।৴০ ডাঃ মাঃ ৴১০।

৩। "ত্রৈলোক্য নারায়ণের পাঁচালী" ৴০ ডাঃ মাঃ ৴১০।

৪। "শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বামৃত" (অপ্রকাশিত) বহুবিধ ভক্তিগ্রন্থের প্রমাণ ও টীকা সহিত সুলভ মূল্য।৴০ ডাঃ মাঃ ৴০।

৫। 'নবকৃষ্ণচরিত' (ভক্তের জীবন কাহিনী) সুললিত পদ্যে রচিত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বৈষ্ণব কৃপাভিলাষি—শ্রীতারিণীচরণ হালদার।